NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ জগৎবল্লভপুরের সভা থেকে শাহকে নিশানা অভিষেকের

ভোটার তালিকা সংশোধনেই তৃণমূলের হার নিশ্চিত, দাবি শুভেন্দু অধিকারীর ২

কলকাতা ২৫ এপ্রিল ২০২৬ ১১ বৈশাখ ১৪৩৩ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৩১৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.04.2026, Vol.19, Issue No. 313, 8 Pages, Price 3.00

মহা-জঙ্গলরাজ থেকে মুক্তির আশ্বাস মোদীর

ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাংলার তরুণী চিকিৎসককে কেড়ে নিয়েছে তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজ। শুক্রবার পানিহাটিতে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে আরজি কর হাসপাতালে নিহত তরুণী চিকিৎসকের মা রত্না দেবনাথকে। এদিন প্রধানমন্ত্রী তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদও করেন। তিনি 'ভারত মাতা কি জয়' ও 'জয় মা কালী' স্লোগান তুলে ভাষণ শুরু করেন।

তিনি বলেন, 'তৃণমূল শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন বাংলার জনতার সঙ্গে মমতার লড়াই চলছে। সারা বাংলায় এখন একটাই সুর, পাল্টানো দরকার, তাই বিজেপি সরকার।' তিনি দাবি করেন, প্রথম দফায় ভোটদানের হার দেখে তৃণমূল ঘাবড়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় যে পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছে, তাতে সিলমোহর পড়েছে প্রথম দফার নির্বাচনে। এদিন তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ৪ ঠা মে-র পর তৃণমূলের গুন্ডাদের আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নেতাজি বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও। আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। আমি বলছি, 'আপনারা আমাদের আশীর্বাদরুপী ভোট দিন। কথা দিচ্ছি, তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজ থেকে আপনাদের মুক্তি দেব'। তৃণমূলকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূলের দুর্নীতি, সিন্ডিকেট, নারী নির্যাতন থেকে আপনাদের মুক্তি দেব। বেকারত্ব, অনুপ্রবেশ থেকে আপনাদের স্বাধীনতা দেব।

'নারী বিরোধী দল' আখ্যা দিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলার নারীশক্তি নতুন ইতিহাস লিখতে চলেছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, যারা নারীদের ওপর অত্যাচার করেছে। চার তারিখের পর সমস্ত অত্যাচারের ফাইল খোলা হবে। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই মা-মেয়েকে চিকিৎসক বানিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার তরুণী চিকিৎসককে কেড়ে নিয়েছে তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজ। আমরা তাঁর মাকে সম্মান দিয়েছি। তাঁর মাকে প্রার্থী করা হয়েছে'। এদিনের জনসভায় দলীয় প্রার্থীরা ছাড়াও হাজির ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি চণ্ডীচরণ রায় প্রমুখ।

পানিহাটির পর বারুইপুর থেকে জনসভা করেন নরেন্দ্র মোদী। জোরকদমে চলছে দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচার। পানিহাটি থেকে আরজি করের নির্যাতিতার মাকে পাশে নিয়ে নারীসুরক্ষার বার্তা দিয়েছেন মোদী। বারুইপুরের সভা থেকেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে মোদী বলেন, 'যাদবপুরের ক্যাম্পাসের ভিতরে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দেওয়ালে দেশবিরোধী কথাবার্তা লেখা হচ্ছে। ছাত্রদের মিছিলে হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে। পড়াশোনা হচ্ছে না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে চাই। যে সরকার নিজের রাজ্যের সবচেয়ে বড় শিক্ষাকেন্দ্র বাঁচাতে পারে না, তারা রাজ্যকে কী বাঁচাবে?'

মোদী বলেন, 'বাংলায় বিপ্লব আসছে। তার মূলে এখানকার জনতাই রয়েছেন। ভারতের সংবিধান আপনাদের যে ভোটাধিকার দিয়েছে, তা-ই বিপ্লব আনতে সাহায্য করবে। আপনাদের সকলের কাছে তাই আমার বিনম্র আবেদন, বিজেপিকে জেতান।'

প্রথম দফায় ১১০ আসন, দাবি শাহের

বনস্পতি দে ● কোন্নগর

শুক্রবার হুগলির কোন্নগরে নির্বাচনী জনসভায় আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, বাংলায় ভ্রষ্টাচার চলছে চারিদিকে সিন্ডিকেট রাজ চলছে, কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, মাটি মাফিয়াতে ভর্তি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মমতাদি যতই চেষ্টা করুন, তাঁর ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করতে কিছুতেই সফল হবেন না।

শাহ বলেন, 'বাংলায় বাবরি মসজিদ কি বানানো উচিত? মমতাদিদি শুনে রাখুন, বিজেপির কার্যকর্তারা থাকতে বাংলায় বাবরি মসজিদ হতে দেবে না। এই ভোট বাংলাকে দাঙ্গামুক্ত করার ভোট। বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করার ভোট। বাংলাকে সন্ত্রাসমুক্ত করার ভোট। প্রথম দফার ভোট শেষ হয়েছে। এই দফায় বিজেপি ১১০-এর বেশি আসন পাবে। আর ৫ তারিখে টিএমসি-র খেলা শেষ হয়ে যাবে। দিদিকে টাটা বাই বাই করতে হবে। অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করতে হবে বাংলাকে।'

শাহ বলেন, '৫ তারিখের পর অনুপ্রবেশকারীদের বাংলা থেকে তাড়ানো হবে। মমতাদিদি আপনার যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। আর অনুপ্রবেশকারীদেরও যাওয়ারও সময় হয়েছে। সিন্ডিকেটরাজ, ভাইপো-ট্যাক্সে বিরক্ত বাংলা মানুষ। ৫ তারিখে সব সিন্ডিকেটওয়ালারা বাংলা থেকে পালাবে। বাংলায় কেউ আর ভাইপো-ট্যাক্স নিতে পারবে না। মমতা দিদি এবার যাচ্ছেন। চিন্তার কারণ নেই।

পাশাপাশি, শাহ বলেন, 'মমতাদি নিজের ভোটব্যাঙ্কের জন্য অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকাচ্ছে। বিজেপি সরকারকে আসতে দিন, ৫ তারিখের পর সব অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে খুঁজে বার করে দেশের বাইরে পাঠানো হবে। মমতাদি এবং তৃণমূলের নেতারা ২৬ হাজার যুবকের নিয়োগের জন্য ২০০ কোটি টাকা খেয়েছে, তা সব ফেরত দিতে হবে। ভাইপোর আশীর্বাদে সারা বাংলায় গোরু পাচার বেড়ে গিয়েছে। গোরু পাচারকারীরা সাবধান হয়ে যান। ৫ তারিখের পর কেউ গোরু পাচারের চেষ্টা করলে জেলে ঢোকানো হবে।'

হিঙ্গলগঞ্জের সভা থেকে শাহ বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডারাজ শেষ হবেই। আরজি করের নির্যাতিতার মা এবং সন্দেশখালিতে অত্যাচারিত রেখা পাত্রকে আমরা টিকিট দিয়েছি। তাঁদের বিধানসভায় পাঠিয়ে গুন্ডাদের শিক্ষা দেওয়া হবে।'

মোদীর গঙ্গাবিহারে যমুনা-খোঁচা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দফার ভোট মিটেছে। সামনে দ্বিতীয় দফা। আগামী বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় এবং শেষ দফার ভোট রয়েছে। দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচারে শুক্রবার দিনভর কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাওড়া ময়দানের সভাস্থলে পৌঁছে প্রার্থীপরিচয় করিয়ে মমতা বলেন, 'সব জোড়াফুল তৃণমূল। বিজেপি চোখে দেখবে সরষের ফুল। বিজেপিকে করতে হবে নির্মূল। তাই নিজের অধিকার রক্ষা করতে সকলে ভোট দেবেন।' মমতা বলেন, 'যখন এসআইআর করে নাম বাদ দিয়েছে, একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস আপনাদের জন্য লড়েছে। এই বিজেপি বাদ দিয়েছে। ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছিল। তার মধ্যে আমি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লড়াই করে ৩২ লক্ষ লোকের নাম তুলে দিয়েছি। বাদ বাকিদেরও তুলব আগামী দিনে। বাকিদেরও তুলব আগামী দিন।'

মমতা বলেন, 'ভোট কেটেও কিছু হবে না। কাল দেখেছ গ্রাম বাংলায়? ৯৩ শতাংশ। মোদীবাবু, তোমার বিরুদ্ধে এই ভোটটা। কারণ, তোমরা এসআইআর-এর নামে মানুষের উপরে অত্যাচার করেছো। প্রায় ৩০০ জন মারা গিয়েছে। কালকেও ভোটের লাইনে চারজন মারা গিয়েছে। মনে রাখবেন, মানুষ ক্ষমা করবে না।'

মহিলাদের এবং মতুয়াদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে মমতা বলেন, "এখন বলছ, তোমাকে 'ক্যা' করে দেব। যারা পশ্চিমবঙ্গে বাস করে, তাদের অধিকার নেই। আর ২০২৫-এ যারা এসেছে, তাদের তুমি সাথী করে নিয়ে এসেছ অন্য জায়গা থেকে, তাদের বলছো নাগরিক অধিকার দেব। লজ্জা করে না?"

মমতা বলেন, 'কখনও ছাত্রছাত্রীকে অ্যাটাক করছো। কখনও মা-বোন নাকি রাস্তায় হাটতে পারে না বলছো। আজ আবার উনি নৌকোবিহার করেছেন। আমি বলি, পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা আর আপনার দিল্লির যমুনা মিলিয়ে নিন। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা পরিষ্কার। তাই নৌকোবিহার করে হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়। এটা ভোটের রাজনীতি। ফটোশপিং। চ্যালেঞ্জ করছি, গঙ্গায় নৌকোবিহার করেছেন, ভাল করেছেন। স্বাগত। আমিও যাই চন্দননগরে পুজোর সময়ে গঙ্গাবিহার করতে করতে। আমি গঙ্গাসাগরেও যাই।'

'বাংলার আত্মায় গঙ্গা বয়'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সকালে আচমকাই কলকাতায় গঙ্গার বুকে নৌকোবিহারে বেরিয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার তাঁর কর্মসূচিতে ছিল না এই নৌকোবিহারের কথা। তাই অনেকে জানতেই পারেননি মোদী কলকাতার গঙ্গায় সকাল সকাল খানিক সময় কাটাবেন। সকালে গঙ্গায় নৌকোবিহারের একাধিক ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন তিনি। ছবিগুলিতে দেখা যাচ্ছে, নৌকোয় বসে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পিছনে দেখা যাচ্ছে হাওড়া এবং বিদ্যাসাগর সেতু। এ-ও দেখা যাচ্ছে যে, চোখে রোদচশমা পরে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলছেন প্রধানমন্ত্রী। গঙ্গাবক্ষে নৌকোবিহারের পর সমাজমাধ্যমে একাধিক পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। একটি পোস্টে তিনি পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙালির কাছে গঙ্গার মাহাত্ম্যের কথা তুলে ধরেন। লেখেন, 'প্রতিটি বাঙালির কাছে গঙ্গা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এটা বলাই যায় যে, গঙ্গা বাংলার আত্মা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।'

ভোট-নজিরে সুপ্রিম শংসা

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফায় রেকর্ড ভোট পড়েছে। ২০১১-কেও ছাপিয়ে গিয়েছে ২০২৬। ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। ভোটের হারে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সব রাজনৈতিক দলগুলি। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটের হার দেখে খুশি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। এদিন সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলা চলাকালীন প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'দেশের একজন নাগরিক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের হার দেখে আমি খুব খুশি।' তাঁর পর্যবেক্ষণ, যখন মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, তখন তাঁরা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেন।' অন্যদিকে, ট্রাইব্যুনালে নাম নিষ্পত্তি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই এক বিরল ছবির সাক্ষী হয়েছে দেশ। ভোটদানের হার প্রায় তিরানব্বই শতাংশ, গণতন্ত্রের উৎসবে এমন অংশগ্রহণে সন্তুষ্ট শীর্ষ আদালত। শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'একজন নাগরিক হিসেবে ভোটের এই হার দেখে আমি আনন্দিত। মানুষ যখন ভোট দেয়, তখন গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়।'

আদালত কেবল প্রশংসাতেই থেমে থাকেনি, বিতর্কিত ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রসঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে। জানানো হয়েছে, এ সংক্রান্ত সমস্ত আপিল এবার থেকে কলকাতা হাইকোর্টের অধীনেই নিষ্পত্তি হবে। ফলে রাজ্যেই দ্রুত সমাধানের রাস্তা খুলছে বলে মনে করছেন আইনজ্ঞরা।

এদিনের শুনানিতে উঠে আসে কিছু ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগও। আবেদনকারীদের আইনজীবীর দাবি, 'নির্বাচনের কাজে যুক্ত থেকেও কয়েকজন ভোট দিতে পারছেন না, যা স্পষ্টতই অযৌক্তিক।' যদিও আদালত জানিয়ে দেয়, এই ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট ট্রাইব্যুনালই উপযুক্ত মঞ্চ।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন হয়েছে। দ্বিতীয় দফার ভোট সামনে, তার আগে এই নির্দেশ রাজনৈতিক মহলে নতুন সমীকরণ তৈরি করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ি

■ **নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান হলেন অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ি। এই আয়োগের চেয়ারম্যান হলেন প্রধানমন্ত্রী। বালুরঘাটের বিদায়ী বিধায়ক অশোক বাবুকে এবার পার্টি প্রার্থী করেনি। উনাকে প্রার্থী না করার পর থেকেই এটা মনে করা হচ্ছিল যে বিজেপি অশোক বাবুকে কেন্দ্র সরকারের কোন বড় ভূমিকায় রাখতে চায়। এর সঙ্গে গোবর্ধন দাসকে এই নীতি আয়োগে সদস্য নিযুক্ত করা হয়েছে।**

সঙ্গী ছয় সাংসদ, পদ্মে রাঘব

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: যাবতীয় জল্পনার অবসান। শেষ পর্যন্ত বিজেপিতে যোগ দিলেন রাঘব চাড্ডা। সূত্রের খবর, আম আদমি পার্টির আরও ছয় নেতা পদ্মশিবিরে যোগ দিয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাঘব-সহ তিন আপ সাংসদ। সেখানেই ঘোষণা করেন, আপ ছেড়ে তাঁরা যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে। একটা সময়ে শোনা যাচ্ছিল, নিজের আলাদা দল গড়তে পারেন রাঘব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাম লেখালেন নরেন্দ্র মোদীদের দলে। সবমিলিয়ে আপের সাত সাংসদ যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে।

সাংবাদিক বৈঠকে রাঘব জানান, সংবিধানকে হাতিয়ার করে তাঁরা

নিজেদের মিশিয়ে দিচ্ছেন বিজেপির সঙ্গে। রাজ্যসভায় আপের সাংসদ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ পদ্মশিবিরে যোগ দেবেন, ফলে তাঁরা দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়বেন না। সাংবাদিক বৈঠকে তিনজন জানান, আপ ছেড়ে তাঁরা যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে। পরে প্রকাশ্যে আসে দলবদলুদের নাম। আপ থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, রাঘব চাড্ডা, স্বাতী মালিওয়াল, হরভজন সিং, অশোক মিত্তল, সন্দীপ পাঠক, রাজিন্দর গুপ্তা, বিক্রম সাহানি।

দল ছাড়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে রাঘব বলেন, 'আমার ঘাম-রক্ত দিয়ে আপকে লালন করেছি, আমার যৌবনের ১৫টা বছর দিয়েছি। কিন্তু সেই আপ আদর্শচ্যুত হয়েছে। এই দলটা এখন আর দেশের জন্য কাজ করে না, স্রেফ ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজ করে। আমার মনে হয়, সঠিক ব্যক্তি হয়ে ভুল দলে রয়েছি। তাই আপ ছেড়ে আমি জনতার কাছে যাচ্ছি।' উল্লেখ্য, রাঘবের বিজেপিতে যোগ দেওয়াটা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছিলেন অনেকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 08/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 9653 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Rafikkullya (old name) S/o. Sk Abdul Khalek, R/o. Kankrajol, Jejur, Haripal, Hooghly-712405, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Rafikkullya এবং আমার পিতার নাম Sk Rafikkullya (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি, যাহা আমার পূর্বের পাসপোর্টে পরিবর্তন করিতে চাই। আমি Sk Rafikullya, Sk Rafikkullya, Sekh Rafikullya & Sk Rafik Ullha S/o. Sk Abdul Khalek সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 24/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 11547 নং এফিডেভিট বলে আমি Prashanta Singh, Prashanta Sing & Prasanta Sing একই ব্যক্তি, আমার পিতা Ranjit Singh & Ranjit Sing একই ব্যক্তি ও আমার মাতা Jyotsna Singh & Jyotsna Sing একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন সাকিন কামারপাড়া, বৃন্দাবনপুর, বলাগড়, হুগলী- ৭১২১৪৮, পবঃ, যে নামগুলি আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 5, dtd 20/01/2003) ও অন্যান্য ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

CHANGE OF NAME

I, Amit Ghosh Son of Sankar Ghosh residing at B-13A/H/1/1, Seal's Garden Lane, Cossipore, District-Kolkata, State West Bengal, Pin Code-700002 have changed my father name Shankar Ghosh and shall henceforth be known as Sankar Ghosh as declared before the learned 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah vide Affidavit No. 8913 dated 23.04.2026 Shankar Ghosh and Sankar Ghosh are same and identical person.

সংশোধনী

গত ইং ১৩/০৩/২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে ২ নং পৃষ্ঠায় বিজ্ঞপ্তি কলমে প্রকাশিত আমার মক্কেল অ্যাপিলেন্ট অশোক কুমার ঘোষ পিতা ~যুগল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের হুগলী জেলা জজ বাহাদুর আদালতের বিজ্ঞপ্তির ১৬ লাইনে ভ্রমবশতঃ ২০১৮ সালের ২৩ নম্বর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা লেখা হইয়াছে, ইহার পরিবর্তে ২০১৪ সালের ২৩ নম্বর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা পড়িতে হইবে। বাকী সমস্ত বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।
শিবাজী দাস (উকিল বাবু)
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমাদের মক্কেলগণ, সরস্বতী ব্যানার্জি এবং দেবাশিস ব্যানার্জি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ ৫.০৪ ডেসিমেল, আরএস/এলআর দাগ নং ১৫০৮, আরএস খতিয়ান নং ৫৫, এলআর খতিয়ান নং ১৮৫৩ ... বাবদ দলিল ... হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দলিল ... থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ১৪৬ তারিখ ২১.০৪.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি বা কোনও পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ উক্ত সম্পত্তির সম্পর্কে উক্ত দলিল সম্পর্কে থাকলে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে দাবি দাখিলের অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে দাবি অগ্রাহ্য হবে।
সুপ্রিয় রয় এলএলপি
টেম্পল চেম্বার
রুম নং ৪৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর,
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

AFFIDAVIT

I, PARTHA DAS S/O Gopal Chandra Das residing at 96, Rajbari Road, P.O. - Athpur, P.S. - Jagaddal, Dist. - North 24 Parganas, PIN - 743128 do hereby declare vide affidavit in the Court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class, at Barrackpore dated 28.11.2025 that my father's actual and correct name is GOPAL CHANDRA DAS as recorded in my Voter ID card and PAN Card and also in my father's Aadhar and Voter ID cards but my father's name has been recorded as Gopal Das in my Aadhar Card and birth certificate being Regn. No. 5418 dated 31.12.1990 issued by Bhatpara Municipality.Gopal Chandra Das and Gopal Das is the same and one identical person i.e. my father and no one else.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী ... কলকাতা- ৭০০০১৪, ... সংক্রান্ত মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ... হারিয়ে যায়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিউ আলিপুর থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ১২৫৮ তারিখ ২২.০৪.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ১০ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী স্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া স্থিত
২০২৬ সালের ০৩ নং ৩৯ আইনের মোকদ্দমা
শ্রী শ্যাম সুন্দর ঘোষ ....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমাদের মৃত শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ, পিতা- মৃত রামচন্দ্র ঘোষ, সাং- দক্ষিন জগন্নাথপুর, পোঃ- সৈঁতা, থানা- ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী নামিয় State Bank of India ADB Chinsurah branch, Public Provident Fund Account being No- 10515218908, amounting to Rs- 1130566.36 plus interest thereupon গচ্ছিত রহিয়াছে তাহার সাকসেশন সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থিত ডেলিগেট আদালতে ২০২৬ সালের ০৩ নং ৩৯ আইনে তাঁহার পুত্র **শ্রী শ্যাম সুন্দর ঘোষ**, পিতা- মৃত শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ, সাং- দক্ষিন জগন্নাথপুর, পোঃ- সৈঁতা, থানা- ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী, অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ উক্ত নং মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানি হইবে।
প্রস্তুতকারক
স্বাতী সাধু (এ্যাডভোকেট)
আদালতের আদেশানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫শে এপ্রিল, শনি বার, নবমী তিথি। ১১ই বৈশাখ। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশোত্তোরী বুধ র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : গৌর বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। যার সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : গুপ্ত শত্রু।পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : গুপ্ত শত্রু । আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা ।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : কৃষ্ণ বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(আজ শ্রী শ্রী সীতা নবমী তিথি। বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস।)

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী জয়দেব ঘোষ, পিতা- দীনেশ চন্দ্র ঘোষ। সাকিন- ৩৮, দক্ষিণ পল্লী, খড়দহ, থানা-রহড়া, কোল- ১১৮, আমি ১০৯ খড়দহ বিধানসভার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমার বিরুদ্ধে খড়দহ থানায় একটি ফৌজদারী কেস নং-৮৬১/১৬, তারিখ- ২৭-১১-২০১৬ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যাহা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতে ব্যারাকপুর-এ বিচারাধীন যার নং জি.আর নং- ৭৬৮৩/১৬, শ্রী জয়দেব ঘোষ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জগৎবল্লভপুরের সভা থেকে শাহকে নিশানা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শুক্রবার সকালেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, প্রথম দফার নির্বাচনে ১১০টি আসনে জিততে চলেছে বিজেপি। পালটা হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের সভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, প্রথম দফায় তৃণমূল কংগ্রেস সেঞ্চুরি পেরিয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, বিজেপি শিবিরে ইতিমধ্যেই আতঙ্ক বিরাজ করছে। শুক্রবারের সভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, বাংলায় এসে উলটো করে ঝুলিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে মানুষকে। আমি বলছি, সৎসাহস থাকলে চার তারিখ বাংলায় থাকুন। তারপরেই অভিষেক বলেন, আমি জ্যোতিষী নই। তবে আমি যখনই রাজনৈতিক ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছি, তা মেলে। ২০২১ সালে মিলেছে, ২০২৪ সালে মিলেছে, আর এবারও মিলবে। আমি এখানে বলে দিয়ে যাচ্ছি। তৃণমূল কংগ্রেস বৃহস্পতিবার সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে।

এরপরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, যাঁরা বলেছিলেন ২৩ তারিখ বাঙালিকে ঘরে ঢুকিয়ে দেবেন, ২৯ তারিখ বাঙালিকে ঘরে ঢুকিয়ে দেবেন, বাংলা যেটা আমার জন্মভূমি ও কর্মভূমি, সেই মাটিতে গুজরাতের গুন্ডারা এসে বলছেন উলটো ঝুলিয়ে সিধে করে দেব। আমি শুধু বলেছি, আপনি ঠান্ডা জল খান। আমি অনুরোধ করেছি, ৪ তারিখ বাংলায় থাকবেন, দেখা হবে। অভিষেক বলেন, ওরা (বিজেপি) বলেছিল বাংলায় ভোট কেটে ক্ষমতায় আসবে। ২৩ তারিখ প্রথম দফার ভোট হয়েছে। দেখেছেন তো বিজেপির মধ্যে কেমন ছটফটানি শুরু হয়ে গিয়েছে।

এদিন জগৎবল্লভপুরের প্রার্থী সুবীর চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে আয়োজিত সভা থেকে তিনি স্পষ্ট লক্ষ্য বেঁধে দেন, পঞ্চাশ হাজারের বেশি ব্যবধানে জয় চাই। সরকারি প্রকল্প নিয়েও আশ্বাস শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে। বিশেষ করে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মহিলাদের এই সহায়তা কোনো দিন বন্ধ হবে না, আজীবন চলবে। ডোমজুড়ের প্রার্থী তাপস মাইতির পক্ষেও সমর্থন জানিয়ে তিনি প্রচারে জোর দেন। সভা শেষে জনতার ভিড় দেখে এক স্থানীয় বাসিন্দার মন্তব্য, এ যেন ভোটের আগে শক্তির প্রদর্শন, লড়াই যে তীব্র হবে তা স্পষ্ট।

প্রধানমন্ত্রীর সভার আগে উত্তেজনা, বারুইপুরে প্রচার ঘিরে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারুইপুর: প্রধানমন্ত্রীর সভার প্রাক্কালে বারুইপুরে চড়ল রাজনৈতিক উত্তাপ। বিজেপির প্রচারে ব্যবহৃত একটি টোটো ভাঙচুর ও চালককে মারধরের অভিযোগ ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে চাকারবেড়িয়া এলাকায়। অভিযোগ, প্রচার চালানোর সময় স্থানীয় কিছু ব্যক্তি প্রথমে বাধা দেয়। পরে পরিস্থিতি হঠাৎই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আক্রান্ত চালক অজয় হালদারের দাবি, গাড়ি থামাতে বলে হুমকি দেয়। না থামাতেই আমাকে টেনে নামিয়ে মারধর করে, গাড়িও ভেঙে দেয়। বিজেপি এই ঘটনার জন্য সরাসরি শাসক দলকে দায়ী করেছে। যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাদের বক্তব্য, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে বলে জানা গিয়েছে। তবে ভোটের মুখে এই ধরনের সংঘর্ষ নতুন করে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ শুরু করল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি খরিফ মরশুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাল রাজ্য সরকার। শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৪৮ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৮৯ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। দপ্তর সূত্রে খবর, এ পর্যন্ত ২৭ লক্ষ ৪ হাজার ২৮৫ জন কৃষকের কাছ থেকে এই পরিমাণ ধান কেনা হয়েছে। সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে পেরে কৃষকদের মধ্যে স্বস্তির সুর বলেই দাবি প্রশাসনের। সংগ্রহ করা ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্যের নিবন্ধিত ৫৪৮টি চালকলে সমপরিমাণ ধান পাঠানো হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে এই প্রক্রিয়া চলছে বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাস থেকে রাজ্যে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলতি মরশুমে মোট ৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই লক্ষ্য পূরণের পথে রাজ্য অনেকটাই এগিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে প্রশাসনিক মহলে।

কাটারির কোপে খুন চিকিৎসক, থানায় আত্মসমর্পণ পরিচারিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালি: বালির জিটি রোডের ফ্ল্যাটে বৃহস্পতিবার বিকেলে রক্তে ভেসে গেল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের দেহ। অভিযুক্ত পরিচারিকা তপতী ওরফে ফুলি নিজেই থানায় গিয়ে জানালেন, কাটারি দিয়ে মালিককে শেষ করেছেন তিনি। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রামকৃষ্ণ চালকি নামে ওই চিকিৎসকের বাড়িতে বহুদিন ধরে কাজ করতেন ফুলি। নিহতের দাদা শ্রীধর চালকি জানালেন, সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ খবর পাই। ভাই একা থাকত। রান্নার জন্য ওই মেয়েটিকে রেখেছিল। তাঁর দাবি, টাকার লোভেই ভাইকে খুন করেছে। হোমিওপ্যাথির পাশাপাশি ব্যবসাও করত ও।

পুলিশের অনুমান, দু'জনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। পরে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ওঠে। সেই টানাপোড়েন থেকেই খুন। শুক্রবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হচ্ছে। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বালি থানা।

৮টি নির্বাচনী জেলায় শুরু হল ওয়েব কাস্টিং প্রক্রিয়ার ট্রায়াল রান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে প্রস্তুতি আরও জোরদার করতে আটটি নির্বাচনী জেলায় শুরু হল ওয়েব কাস্টিং প্রক্রিয়ার ট্রায়াল রান। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, তিনটি শিফটে টানা ২৪ ঘণ্টাই চলবে এই মহড়া। ভোটের পাঁচ দিন আগে, অর্থাৎ পি মাইনাস ফাইভ ডে থেকেই এই ট্রায়াল শুরু করে দিয়েছে কমিশন।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ট্রায়াল রানের মাধ্যমে বুথভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থাকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিইও দপ্তরে উপস্থিত রয়েছেন দপ্তরের আধিকারিকেরা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতিনিধিরা, রাজ্য পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট আটটি নির্বাচনী জেলায় নিজেদের অবস্থান থেকে পুরো প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছেন স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তারা। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তর থেকেও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এই ট্রায়াল রানের উপর নজর রাখছেন। কমিশনের মতে, ভোটের দিন যাতে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি না থাকে এবং প্রতিটি বুথে নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি নিশ্চিত করা যায়, তার জন্যই এই আগাম মহড়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিবপুরে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ।

বালিগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রচারাভিযান।

ভোটার তালিকা সংশোধনেই তৃণমূলের হার নিশ্চিত, জনসভা থেকে দাবি শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা থেকে মৃত, ভুয়ো এবং বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়ার ফলে আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের আর কোনও সম্ভাবনা নেই বলে শুক্রবার দাবি করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রাজ্যের শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ করেন এবং একাধিক জেলায় বিজেপির জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ভোটার তালিকা থেকে মৃত ও ভুয়ো ভোটারদের পাশাপাশি 'ডবল-ট্রিপল' এন্ট্রিও বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ পড়ায় তৃণমূলের ভোটব্যাংকে বড় ধাক্কা লেগেছে বলে তাঁর দাবি।নির্বাচনের আগাম ফলাফল নিয়েও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর কথায়, মালদা থেকে আলিপুরদুয়ার ইতিমধ্যেই সাফ হয়ে গেছে। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা ও জঙ্গিপুর আসনেও বিজেপির জয়ের ব্যাপারে তিনি আত্মবিশ্বাসী। এছাড়া তিনি দাবি করেন, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় তৃণমূল শূন্য পাবে এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ফল হবে '১৬-০'। বক্তব্যের শেষে তিনি রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের আহ্বান জানান এবং এমন একটি সরকার গঠনের ডাক দেন, যা রাজ্যের উন্নয়ন ও দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা রাখতে একাধিক পদক্ষেপ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট-পরবর্তী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর কোনও অবস্থাতেই বুথে বসেই ক্যামেরার মাইক্রো এসডি কার্ড খোলা যাবে না। বরং নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে ক্যামেরা খুলে তা সেক্টর অফিসারের তত্ত্বাবধানে হস্তান্তর করতে হবে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ভোট মিটে যাওয়ার পর সেক্টর অফিসার সংশ্লিষ্ট বুথে গিয়ে ইভিএম শিল করা-সহ অন্যান্য সমাপ্তির কাজ তদারকি করবেন। সেই সময়েই ক্যামেরা টেকনিশিয়ান উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁর উপস্থিতিতেই ক্যামেরা খুলে নেওয়া হবে। তবে ক্যামেরা খুললেও তার ভিতরের মেমরি কার্ড কোনওভাবেই খোলা যাবে না। আরও জানানো হয়েছে, বুথে ক্যামেরা সম্পূর্ণভাবে অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত কোনও পোলিং পার্টি বা বিএলও বুথ ছেড়ে যেতে পারবেন না। এই নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত রয়েছে।

ভোট-পরবর্তী সমস্ত ভিডিও ডেটা সংরক্ষণের জন্য আলাদা ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। রিসিভিং সেন্টারে অন্তত দু'টি কাউন্টার খোলা থাকবে, যেখানে ক্যামেরা জমা নেওয়া হবে। সেখানে এজেন্সির টেকনিক্যাল কর্মী, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে মাইক্রো এসডি কার্ড খুলবেন এবং তা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেবেন। এরপর সেই ফুটেজ ডিজিটাল স্টোরেজে সংরক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা রাখা হবে।

ময়নায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র এলাকা, আহত উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না এলাকায় ভোট মিটলেও অশান্তি থামার লক্ষণ নেই। নির্বাচনের পরের দিন শুক্রবার ময়নার বকচার সান্তলাপুল এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন, যাঁদের বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তৃণমূল সমর্থকদের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। এই নিয়ে থানায় অভিযোগ জানানো হলেও শুক্রবার সকালে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। তৃণমূল কর্মীদের দাবি, এদিন সকালে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জন বিজেপি সমর্থক এলাকায় ঢুকে লাঠি, রড নিয়ে হামলা চালায় এবং বাড়ির মহিলাদের হেনস্তা করে। এই ঘটনায় চারজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে ময়না ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে পালটা অভিযোগ করা হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের দাবি, তাঁরা এলাকায় শান্তভাবে বসেছিলেন, সেই সময় স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও তাঁর স্ত্রী দলবল নিয়ে তাঁদের ওপর চড়াও হন। লোহার রড দিয়ে মারধর করার ফলে তাঁদের তিনজন কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের। আহতদের মধ্যে এক বিজেপি কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং এলাকায় পুলিশি টহল চলছে। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে এবং পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৫ এপ্রিল ২০২৬, ১১ বৈশাখ ১৪৩৩ শনিবার

বাংলায় বন্ধ থাকা সমস্ত কলকারখানা পুনরায় চালুর প্রতিশ্রুতি অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমারের সমর্থনে শুক্রবার বিকেলে রোড শো করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সঙ্গে ছিলেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। শিল্পাঞ্চলের মাটিতে দাঁড়িয়ে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ নিয়ে তিনি তীব্র আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মমতার নেতৃত্বে ১৫ বছর শাসনে বাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের আঁতুরঘর হয়ে উঠেছে। এখানে জুটমিলগুলোর আধুনিকীকরণে মমতা দিদি এক পয়সাও খরচ করেননি। এখানে একাধিক জুটমিল বন্ধ হয়ে গেছে। এখানকার যুবকরা বেকার হয়ে গেছেন। অথচ মমতা দিদি বন্ধ জুটমিল খোলার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি। তাঁর দাবি, বাংলায় ৬০ হাজার ইন্ডাস্ট্রি আজ বন্ধ। বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যাপারে মমতা দিদি কোনও উদ্যোগ নেয়নি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে মোদীজির নেতৃত্বে সমস্ত বন্ধ কলকারখানা পুনরায় চালু করা হবে। এদিন তিনি বলেন, মমতা দিদি আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি গদি ছেড়ে দিন। তাঁর হুঁশিয়ারি, বিজেপি ক্ষমতায় আসলে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো হবে। পাশাপাশি গুন্ডাদের উলটো ঝুলিয়ে সোজা করা হবে। তৃণমূল সুপ্রিমোকে নিশানা করে শাহ বলেন, মমতা দিদি সন্ধে সাতটার পর মা-বোনদের বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, বিজেপি সরকার হলে রাত একটার সময় মা-বোনেরা বাইরে বেরোতে পারবেন। মমতা দিদিকে টাটা বাই বাই করতে জনতাকে আগামী ২৯ এপ্রিল পদ্ম ফুলে বোতাম টেপার পরামর্শ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, এদিন আতপুর ইএসডি-র কাছ থেকে রোড শো শুরু হয়। পূর্ব ঘোষপাড়া রোড ধরে সেই রোড শো আতপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে শেষ হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেখতে রাস্তার ধারে সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়েছিল।

পর্যবেক্ষক বিতর্কে আদালতের কড়া নির্দেশ

২৪ ঘণ্টার মধ্যে তৃণমূলকে লিখিত জবাব দেবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আরও তীব্র হল। অভিযোগের জেরে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে শেষমেশ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পেল শাসকদল। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, কয়েকটি কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ পর্যবেক্ষকদের একাংশ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন। বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবার ও মগরাহাট অঞ্চলে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে আপত্তি তোলা হয়েছে। দলটির দাবি, বিরোধী প্রার্থীদের সুবিধা পাইয়ে দিতেই নিয়ম ভেঙে কাজ চলছে। অভিযোগে বলা হয়, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, মগরাহাট পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা পুলিশ পর্যবেক্ষক পি. এস. পুরুষোত্তম দাস নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না এবং তাঁকে অপসারণ করা প্রয়োজন। এই দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল। মামলায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে আইনজীবী মৈনাক বসু অভিযোগ করেন, মগরাহাট পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী গৌর ঘোষ এবং ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদারের সঙ্গে ওই পুলিশ পর্যবেক্ষক আলাদা করে একটি হোটেলে বৈঠক করেছেন। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলেও দাবি করা হয়। এই প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের তরফে পালটা সওয়াল উঠে আসে। তাদের বক্তব্য, পর্যবেক্ষকরা পরিস্থিতি বোঝার জন্য বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা বলতেই পারেন। একইসঙ্গে দাবি করা হয়, ওই বৈঠক ছিল স্বচ্ছ পরিবেশে এবং সেখানে নজরদারির ব্যবস্থাও ছিল। কমিশনের তরফে আরও বলা হয়, যে কেউ চাইলে পর্যবেক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত নির্দেশ দিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিখিত জবাব জমা দিতে হবে কমিশনকে। ভোটের মরশুমে এই টানাপোড়েন প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল।

কালীঘাটে বিজেপি কর্মীকে হেনস্তার অভিযোগ, সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীঘাটে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হুমকি ও ভয় দেখানোর অভিযোগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতি ফের উত্তপ্ত। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শুক্রবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনায় সরাসরি শাসকদলকে নিশানা করেছেন।

তাঁর দাবি, প্রথম দফার ভোটে অস্বাভাবিক হারে ভোটদানই শাসক শিবিরকে চাপে ফেলেছে। সেই কারণেই বিরোধী কর্মীদের উপর আক্রমণ বাড়ছে বলে অভিযোগ তাঁর। ঘটনাটি দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট এলাকায়। বিজেপির দাবি, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টা ২০ মিনিট নাগাদ বীণা দাস বাড়িতে থাকাকালীন একদল লোক তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে। অভিযোগ, তাঁকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করার জন্য হুমকি দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ না করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। ঘটনায় স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শুভেন্দুর কথায়, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করাই যদি অপরাধ হয়, তবে রাজ্যের পরিস্থিতি ভেবে দেখার সময় এসেছে। তাঁর আরও সংযোজন, মহিলা কর্মীদের ভয় দেখিয়ে থামানো যাবে না। তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, পুলিশ নীরব থাকলে আমরা চুপ করে থাকব না। যদিও শাসকদলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনার জেরে ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল বলেই মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অদিতি মুন্সির জনসভা।

নির্বাচনী প্রচারে যদুবাবুর বাজারে ভাষণ দিলেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। *ছবি: অদিতি সাহা*

২৭ এপ্রিল পর্যন্ত এনআইএ হেপাজতে থাকবে মোথাবাড়ি-কাণ্ডের ২ অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত মোফাক্কেরুল ইসলাম ও তাঁর সহযোগী আকরামুল বাগানিকে এনআইএ হেপাজতের নির্দেশ দিল কলকাতার নগর দায়রা আদালত। গত ১ এপ্রিল এসআইআরের বিরোধিতায় মোথাবাড়িতে সাতজন বিচারপতিকে দীর্ঘক্ষণ আটকে করে রাখার ঘটনায় তোলপাড় গিয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মোফাক্কেরুল ইসলাম ও তাঁর সহযোগী আকরামূল বাগানিকে। বিডিও অফিসে বিচারক আটকে রাখার ঘটনায় ধৃত মোফাক্কেরুল ইসলামকে হেপাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। এবার এনআইএ-র আবেদনে সাড়া দিয়ে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত মোফাক্কেরুল ইসলাম ও তাঁর সহযোগী আকরামূল বাগানিকে তাদের হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুজাপুরে রাস্তা অবরোধের মূল পাণ্ডা ছিল মোফাক্কেরুল ও আকরামূল।

এনআইএ জানায়, সুজাপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধের পেছনে দায়ী ছিলেন মোফাক্কেরুল। বিশৃঙ্খলায় সরাসরি উসকানি দেওয়ার পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরেও অভিযুক্ত তাঁরা।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, পুলিশের ঘেরাটোপ উপেক্ষা করেই মোফাক্কেরুলের ইন্ধনে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল মোথাবাড়িতে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফের আইনজীবী শ্যামল ঘোষ জানান, আসল সত্য উদঘাটনের জন্য ধৃত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। মোবাইল ফোন পুলিশের কাছে আছে। সেগুলিও পরীক্ষা করা দরকার বলেও আদালতে জানায় এনআইএ। যদিও ধৃতদের আইনজীবী তাঁদের জামিনের দাবি করেন। যদিও সেই আবেদন খারিজ করে এনআইএর বিশেষ আদালত। ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত দু'জনকেই এনআইএ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

গণ-পরিবহণের পর এবার পুলকার বন্ধে ভোগান্তি চরমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের প্রস্তুতির আঁচ এবার সরাসরি পড়ল শহরের রাস্তায়। কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রয়োজনের কথা বলে হঠাৎই রাস্তায় চলা পুলকার তুলে নেওয়া হচ্ছে। আর তার প্রতিবাদেই শুক্রবার একযোগে পরিষেবা বন্ধ রাখল পুলকার মালিকদের সংগঠন। সংগঠনের দাবি, বারবার জানানো সত্ত্বেও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। যখন তখন গাড়ি তুলে নেওয়ায় পরিষেবা চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ফলে বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত, জানালেন তাঁরা। ভোটের কাজে যানবাহন নেওয়ার প্রথা নতুন নয়। তবে অভিযোগ, এবার মাত্রা ছাড়িয়েছে। বাস, ভাড়ার গাড়ি থেকে শুরু করে স্কুলের যান, কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এতে বিপাকে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা, বিশেষ করে পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা। এক অভিভাবকের কথায়, সকালে হঠাৎ গাড়ি না এলে বাচ্চাদের নিয়ে বিপদে পড়তে হচ্ছে। আগে থেকে কোনও খবরও দেওয়া হচ্ছে না। যদিও এই ক্ষোভে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ প্রশাসনের একাংশ। তবু শহরের রাস্তায় এদিন পুলকারের অনুপস্থিতি স্পষ্ট করে দিল; ভোটের প্রভাব কেবল রাজনীতিতে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও গভীর ছাপ ফেলছে।

নির্বাচনী প্রচারে বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়।

বরানগরের তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার।

আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা, গরমে খানিক স্বস্তির আশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজকে দক্ষিণবঙ্গে গরমের দাপট কিছুটা কমতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে, শনিবার সকাল থেকে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বেলা গড়াতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সর্বনিম্ন নামতে পারে ২৭ ডিগ্রির কাছাকাছি। আগের কয়েকদিনের তুলনায় ২-৩ ডিগ্রি পারদ পতনের ইঙ্গিত মিলেছে। তবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে দুপুর পর্যন্ত আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। হাওয়া অফিসের ব্যাখ্যা, উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের কাছে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ওড়িশা পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা সক্রিয়। তার প্রভাবেই শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে রবিবার থেকে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস রয়েছে। ঝড়ের বেগ ৬০ কিলোমিটারে পৌঁছতে পারে উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র ঝড়বৃষ্টি চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গে অবশ্য ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। রবি ও সোমবারেও একই আবহাওয়া চলবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। শনিবার পর্যন্ত সমুদ্রে কোনও সতর্কতা নেই। তবে রবিবার এবং সোমবার সমুদ্র উত্তাল থাকতে পারে। সমুদ্রের উপর ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে বলে জানানো হয়েছে। দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছে যেতে পারে ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টাতেও। পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে তাই সোমবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের না-যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কলকাতায় অবৈধ অ্যাপ চক্রের তদন্তে নয়া দিশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহর কলকাতা থেকেই গোপনে চলছিল অবৈধ সম্প্রচারের কারবার। অবশেষে সেই চক্রের হদিস পেল পুলিশ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা না হলেও তদন্তে উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের আগস্ট মাসে সাইবার অপরাধ শাখায় একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযোগকারীর দাবি ছিল, একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন নামী বিনোদন মাধ্যমের অনুষ্ঠান অনুমতি ছাড়াই প্রচার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জনপ্রিয় খেলাধুলার সরাসরি সম্প্রচারও সেখানে দেখানো হত। অভিযোগে আরও বলা হয়, অনুমতি ছাড়াই অন্যের নির্মিত কনটেন্ট ব্যবহার করে বিপুল অর্থ রোজগার করা হচ্ছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ একটি দপ্তর চিহ্নিত করে এবং সেখান থেকে একটি বহনযোগ্য কম্পিউটার, দুটি মোবাইল যন্ত্র ও একটি নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, কারা এই চক্রের নেপথ্যে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট অ্যাপটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।ঘটনা ঘিরে প্রশ্ন উঠছে, প্রযুক্তির আড়ালে বেআইনি ব্যবসার এই বিস্তার কতটা গভীরে ছড়িয়েছে।

টেলি-দুনিয়ায় ফের শোকের ছায়া, প্রয়াত অভিনেতা ও বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের শোকের ছায়া বাংলা বিনোদন জগতে। প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ও বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত। শুক্রবার দুপুরে নিজের বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। জানা গিয়েছে, বছর দেড়েক ধরেই অসুস্থ ছিলেন বিপ্লববাবু। একটি ধারাবাহিকে অভিনয়ও করছিলেন তিনি, তারপরই তাঁর প্রস্টেটে অস্ত্রোপচার হয়। তারপর থেকেই তাঁর শরীরে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তাঁর পরিবারের মতে, কিছুটা চিকিৎসাবিভ্রাটও হয়েছিল। দীর্ঘ দিন অসুস্থতার কারণে, অভিনেতা মানসিকভাবে কিছুটা নাকি ভেঙেও পড়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যাকে। দক্ষিণ কলকাতার গল্ফক্লাব রোডের বাসিন্দা এই প্রবীণ শিল্পীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল ও অভিনেতা সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোকজ্ঞাপন করেন টলি ইন্ডাস্ট্রির অন্যান্য শিল্পীরা। আর্টিস্ট ফোরামের তরফেও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে। প্রায় দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিনয়জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিপ্লব দাশগুপ্ত। ছোট পর্দার সঙ্গে বড় পর্দাতেও দর্শকমহলে নজর কেড়েছেন অভিনেতা। 'ফেলুদা', 'বাইশে শ্রাবণ' থেকে শুরু করে 'গুমনামি'-র মতো বহু জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে তাঁর উপস্থিতি ছিল উজ্জ্বল। বিশেষ করে ২০১৯ সালে 'দেবতার গ্রাস' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নাসিরুদ্দিন শাহের মতো কিংবদন্তি অভিনেতাদের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেও তিনি নজর কেড়েছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি আবৃত্তি, নাট্যজগত এবং ভয়েস ওভার আর্টিস্ট হিসেবেও দেশ-বিদেশে তাঁর প্রভূত খ্যাতি ছিল।

চার দিনের সুরা-খরা কাটিয়ে উপচে পড়া ভিড় মদের দোকানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোট মিটতেই বদলে গেল উত্তর কলকাতার লাইনের দৃশ্য। ২৩ মে যে ভিড় ছিল ভোটকেন্দ্রে, শুক্রবার সেই একই ভিড় আছড়ে পড়ল উত্তর কলকাতার মদের দোকানগুলোর সামনে। নিয়ম মেনে ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকেই মদের বিপণি বন্ধ থাকার কথা থাকলেও, রাজ্য আবগারি দপ্তর থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এবার বিধিনিষেধ জারি হয়েছিল ১৯ এপ্রিল থেকেই। টানা চার দিনের দীর্ঘ 'খরা' কাটিয়ে যখন দোকানের শাটার উঠল, তখন সুরাপ্রেমীদের উল্লাস ছিল বাঁধভাঙা।

১৯ এপ্রিল থেকে বন্ধ থাকার পর দোকান খুলতেই শ্যামবাজার, হাতিবাগান থেকে সিঁথির মোড়; সব জায়গাতেই দেখা গেল দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। বিডন স্ট্রিটের লাইনে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ় খদ্দেরের সরস মন্তব্য, কদিন যেন মরুভূমিতে ছিলাম, আজ ফের প্রাণ ফিরে পেলাম। শুধু ক্রেতারা নন, টানা কদিন ব্যবসা বন্ধ থাকায় হাসি ফুটেছে বিক্রেতাদের মুখেও। এক দোকানের কর্মচারী জানালেন, আজ যে পরিমাণ স্টক বেরোবে, তা কয়েকদিনের খরা অনায়াসেই মিটিয়ে দেবে। ভোটের উৎসবের থেকেও যেন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃষ্ণা মেটানোর এই তাগিদ। সিঁথির মোড়ে লাইনে দাঁড়িয়ে এক যুবক হাসতে হাসতে বললেন, গণতন্ত্রের উৎসব তো হল, কিন্তু গলার জল শুকিয়ে আসছিল। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রশাসন কড়াকড়ি তুলে নিতেই ফের জমজমাট উত্তর কলকাতা। ভোটের রাজনৈতিক উত্তাপকে সরিয়ে রেখে মানুষ এখন মেতেছে সোমক্লান্তির স্বস্তিতে। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২৬ তারিখ থেকে আবারও মদের দোকান বন্ধ থাকবে। ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। ফলে ফের টানা চার দিন 'ড্রাই ডে'-র মুখে পড়তে চলেছেন সুরা-প্রেমীরা।

স্বাধীনতার পর এবারই প্রথম ৯৩ শতাংশ ভোট

প্রমাণিত নির্বাচন কমিশন গণতন্ত্রের প্রতীক

সম্পাদকীয়

বেসরকারি হাসপাতালের খরচ কমাতে নয়া বিধি আনছে কেন্দ্র

বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর সাধ্যি এই দেশের বেশির ভাগ লোকেরই নেই। অনেকে আবার বাধ্য হয়ে যান, আর গিয়ে ঘটি, বাটি বিক্রি করার অবস্থা হয়। এই ট্র্যাডিশানটাই এবার ভাঙতে কোমর বেধে নামল কেন্দ্রীয় সরকার। লক্ষ্য একটাই, তা হল বেসরকারি হাসপাতালের খরচে রাশ টানা। কীভাবে এই সব হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে চিকিৎসার বিপুল খরচ কমিয়ে, সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কিছুটা হলেও কমানো যায় তা কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবনা চিন্তায় ছিল অনেকদিন। অবশেষে তা নিয়ে পদক্ষেপ হতে চলেছে। কীভাবে এই চিকিৎসা খরচ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র, এমনই খবর। আর সেই লক্ষ্যে প্রথমেই নজর দেওয়া হয়েছে হাসপাতালে ব্যবহৃত নানা চিকিৎসা সরঞ্জামের ওপর। একাংশের অভিযোগ, বেসরকারি হাসপাতালে আগা, মাথা না দেখে যে কোনও রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মূল্যবান চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করা। এই জায়গাটাই ধরেছে কেন্দ্র। এই সংক্রান্ত একাধিক প্রস্তাব নিয়ে এই মুহূর্তে কেন্দ্রের তরফে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিকল্পনাগুলির খসড়া তৈরি। এগুলি কার্যকর হলে বেসরকারি হাসপাতালগুলি আর নির্দিষ্ট টাকার অঙ্কের বাইরে ফিজ বা চার্জ নিতে পারবে না। ফলে হাসপাতালগুলির বিলের অঙ্ক কমবে এবং কিছুটা স্বস্তি পাবেন রোগী ও তাঁদের পরিবার। এখন প্রশ্ন, কোন ধরনের ডিভাইস ব্যবহারে রাশ টানার কথা ভাবা হচ্ছে? এই তালিকায় একদিকে যেমন রয়েছে, সিরিঞ্জ, ক্যানুলা এবং গ্লাভসের মতো কিছু সাধারণ সামগ্রী, তেমনি রয়েছে বেশ কিছু দামি সরঞ্জাম যেমন পেসমেকার, হার্টের ভালভ, স্টেন্ট প্রভৃতি। অভিযোগ, বেসরকারি হাসপাতালগুলির একাংশ সাধারণ চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহারে যা খরচ, তার তুলনায় ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি টাকা চার্জ করে। ৩ টাকার সিরিঞ্জ ৩০ টাকা, ৬ টাকার আইভি ক্যানুলা হয়ে যায় ১২০ টাকা! পাশাপাশি প্রায় ২৫,০০০ টাকার পেসমেকারের দাম প্রাইভেট হাসপাতালে কমবেশি ২ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। এই মাত্রাতিরিক্ত দাম মেটাতে গিয়েই বিপাকে পড়ে সাধারণ মানুষ। এই ট্র্যাডিশানই এবার ভাঙতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

শব্দছক ১৪১

রবি দাস

পাশাপাশি: ২. দেবতার বরে জাত পুত্র ৫. অঞ্জন ৭. অমাবস্যা ৮. পরামর্শ ৯. শোকে জর্জরিত ১১. দীপ্তি ১২. অমঙ্গল বা বিপদ ১৩. সঙ্গ ১৪. চঞ্চল ১৬. পৃথিবীতে প্রথম নর ও নারী ১৮ দিবাকর ১৯. হস্ত ২০. প্রাণসংহারী ২১. প্রবাস-এর কাব্যরূপ

ওপর-নিচ: ১. যিনি প্রকাশনা করেন ২. শক্তি ৩. বই ৪. শেষ ৬. জমা জলের বড় পুকুরাকৃতি ৭. বিয়োগ ৯. দীপ্তি ১০. দিনের প্রথম ভাগ ১১. শুরুর শুরু ১৩. আদরের সঙ্গে ১৪. লালসা ১৫. হুবহু ১৬. কণ্ঠ পর্যন্ত ১৭. নীচ ১৮. নিয়োজিত ২০. তৃণ

সমাধান ১৪০ — পাশাপাশি: ১. অন্তর ৩. ব্যবসায় ৪. গর্ধব ৫. হাহাকার ৭. নক্র ১০. জেব্রা ১২. বাকরুদ্ধ ১৪. দ্বারকা ১৫. সুখবর ১৬. রজক

ওপর-নিচ: ১. অভিমান ২. রগড় ৩. ব্যবহার ৬. কাগুজে ৮. ক্রমিক ৯. বদ্ধদ্বার ১১. ব্রাহ্মিশাক ১৩. জোকার

আজকের দিন

- **১৯৮৬ —** ইউক্রেনের চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিরাপত্তা পরীক্ষার কারণে বিপর্যয় ঘটে।
- **২০০৫ —** জাপানে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে ১০৭ জন মারা যান।
- **২০১৫ —** নেপালে ৭.৮ মাত্রার একটি ভূমিকম্পে প্রায় ৯,০০০ মানুষ নিহত হন।

জন্মদিন

১৯১৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হেমবতী নন্দন বহুগুনার জন্মদিন।*

১৯৬৯ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় আইএম বিজয়নের জন্মদিন।*

১৯৮৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের জন্মদিন।*

অরিজিৎ সিং

প্রদীপ মারিক

বঙ্গবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত গণতন্ত্র প্রমান করলো নির্বাচন কমিশন ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনের সেমিফাইনাল জিতে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি জেলার ১৫২টি কেন্দ্রে গড়ে ভোট পড়েছে ৯২.৩৫ শতাংশ! সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়, ৯৫.২২ শতাংশ। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস যখনক্ষমতায় এসেছিল ভোটদানের হার ছিল ৮৪.৭২ শতাংশ। কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, পুরুষদের ভোটদানের হার যেখানে ৯০.৯২ শতাংশ, সেখানে মহিলাদের ভোটদানের হার ৯২.৬৯ শতাংশ। অর্থাৎ, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভোটদানের হার প্রায় ২ শতাংশ বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও বাংলায় পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভোটদানের হার ২ শতাংশ বেশি ছিল। পরিবর্তনের ভোটে মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটানোর। ছাব্বিশে সেই রেকর্ড ভেঙে গেল। এটাই পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

স্বচ্ছতার নিদর্শন রেখেছে নির্বাচন কমিশন। বঙ্গের মানুষের ভরসা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কারণ বঙ্গবাসী স্বাধীনতার পর থেকে ভুলে গিয়েছিল সুষ্ঠ নির্বাচন কাকে বলে। ২০২৬ এ বঙ্গবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগ ফুটে উঠবে গণতন্ত্রের বাক্সে এটা নিশ্চিত। জয় পরাজয় তো যে কোন দলের হবেই। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যে সুষ্ঠ নির্বাচন দরকার। গণতন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে একটি গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ধারণা। গণতন্ত্রের মূল্য রাজনৈতিক সমতার মূল নীতির উপর নির্ভর করে। নির্বাচন কমিশন সংবিধানের প্রতি মর্যাদা এবং সম্মান দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থার বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠ আন্দোলন দেশের উন্নতির পক্ষে। কারণ গণতন্ত্র মানেই একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতবাসীকে পূর্ণ গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে পেরেছে একমাত্র নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। এনডিএ সরকার নির্বাচন কমিশনের কাজে কোন দিন হস্তক্ষেপ করে নি। কারণ মোদি মনে করেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ্য গণতন্ত্র রক্ষা করতে নির্বাচন কমিশন সবসময় নিরপেক্ষ বিচার করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিযুক্ত করেন। প্রয়োজনে একাধিক নির্বাচন আধিকারিককে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সহকারী হিসেবেও নিয়োগ করা যেতে পারে। ভারতে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে। এর পর ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দু'জন অতিরিক্ত নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। ১৯৯০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই দুটি অতিরিক্ত পদ অবলুপ্ত করা হয়। অবশ্য ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর পুনরায় দু'জন অতিরিক্ত নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করা হয় এবং এই সংক্রান্ত আইনটি সংশোধনও করা হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতে তিন জন নির্বাচন কমিশনার বহাল রয়েছেন। এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত হিসেবে বলবৎ হয়। ভারতীয় সংসদের আইন অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনারদের মেয়াদ স্থির করা হয়।

১৯৫১ সালের ১ জুলাই রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে দেশের প্রথম নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেন মিটিং ডাকেন নির্বাচনী প্রতীক বণ্টন করার জন্য । প্রতিটি দলকে বলা হয়েছিল নিজেদের পছন্দমতো প্রতীক নিয়ে আসতে । সেটা প্রথমে জমা নেওয়া হবে। তারপর স্থির করা হবে কাকে কোন প্রতীক দেওয়া যায়। কিন্তু, মিটিং শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় সিংহভাগ দলেরই পছন্দ লাঙল। কারণ, কৃষিপ্রধান এই দেশের মানুষের কাছে লাঙল বড় কাছের। নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেন ঠিক করলেন কাউকেই তাহলে লাঙল চিহ্ন দেওয়া হবে না। কারণ একটি দলকে দিলে অন্য দল ক্রুদ্ধ হবে।

প্রত্যেককে দ্বিতীয় পছন্দ জমা দিতে বলা হল। আর সেইমতোই অবশেষে জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস পেল দু'টি বলদ, সোস্যালিস্ট পার্টি পেল গাছ, হিন্দু মহাসভাকে দেওয়া হল ঘোড়ায় চড়া এক সওয়ারি, বি আর আম্বেদকেরর শিডিউলড কাস্ট ফেডারেশন পার্টি প্রতীক পেল হাতি। কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া নিয়েছিল কাস্তে ধানের শিষ। ভারতীয় জনসংঘ পরবর্তী সময়ে পায় প্রদীপ। ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসিস্ট) পেয়েছিল সিংহ। রাম রাজ্য পরিষদ নামে পার্টির প্রতীক ছিল উদীয়মান সূর্য, রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতীক পেল মশাল, বলশেভিস্ট পার্টির ভাগ্যে গেল তারা। তবে, ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে বিভিন্ন দলকে দেওয়া নির্বাচনী চিহ্নগুলির মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল একটি চিহ্ন। সেটি হল হাত। আজ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যে নির্বাচনী প্রতীক, সেই হাত চিহ্নটি প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ব্যবহার করেছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি ভেঙে যাওয়া পৃথক গোষ্ঠীর পার্টি। সেই বিক্ষুব্ধ ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রমিক নেতা আর এস রুইকর। অথচ সেই লোকসভা নির্বাচনে দেখা গেল, রুইকরের দল সেরকম কোনও উল্লেখযোগ্য ফলাফল করতেই পারেনি কোনও কেন্দ্রে। তাই ভোটের পরই সেই দল মিশে গেল জে বি কৃপালনির প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টিতে। আর সেই থেকে হাত চিহ্নটিও হয়ে গেল নির্বাচনের ময়দান থেকে ভ্যানিশ। ইন্দিরা গান্ধী আবার বহু বছর পর সেই হাত চিহ্নকে নিয়ে এলেন নিজের দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে। স্বাধীনতার পর থেকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কাজ তদারকি করে আসছে। মোদি জমানায় নির্বাচন কমিশন আরো আধুনিক এবং ত্রুটিমুক্ত হয়ে ওঠে।

বঙ্গে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন একযোগে রাজ্যের ১১টি জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের অপসারিত করেছে। একই সঙ্গে কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ, দুই নির্বাচনী আধিকারিককেও বদল করা হয়েছে। কমিশনের তালিকা অনুযায়ী নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলাশাসকরা হলেন, কোচবিহার জিতেন যাদব, জলপাইগুড়ি সন্দীপ ঘোষ, উত্তর দিনাজপুর বিবেক কুমার, মালদহ রাজনবীর সিংহ কপূর, মুর্শিদাবাদ আর অর্জুন, নদিয়া শ্রীকান্ত পাল্লি, পূর্ব বর্ধমান শ্বেতা আগরওয়াল, উত্তর ২৪ পরগনা শিল্পা গৌরিসারিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা অভিষেক কুমার তিওয়ারি, দার্জিলিং হরিচন্দ্র পানিকর, আলিপুরদুয়ার টি বালাসুব্রহ্মণ্যম। কলকাতায় নির্দিষ্ট কোনো জেলাশাসক না থাকায় সাধারণত আইএএস পদমর্যাদার কর্তাদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিশনের নতুন নির্দেশে উত্তর কলকাতার ক্ষেত্রে পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তের জায়গায় দায়িত্ব পেলেন স্মিতা পাণ্ডে। দক্ষিণ কলকাতার নতুন নির্বাচনী আধিকারিক হলেন রণধীর কুমার। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, এই নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে, নবনিযুক্ত সমস্ত আধিকারিককে কাজে যোগ দিয়ে কমিশনকে রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়া হলো, ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন তাঁরা কোনোভাবেই নির্বাচনী কোনো কাজে অংশ নিতে পারবেন না। একসঙ্গে রাজ্যের পাঁচ জায়গার পাঁচ ডিআইজিকে অপসারণ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বুধবারের নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে রায়গঞ্জ রেঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি এবং প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিআইজি পদে নতুন আধিকারিকদের আনা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংবিধান-স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ। ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার নির্বাচন করতে দৃঢ়বদ্ধ নির্বাচন কমিশন। বঙ্গবাসীদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। জানেশ কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন বঙ্গের সুষ্ঠ নির্বাচন করতে খুবই তৎপর, বঙ্গবাসীরা তো এটাই চায় যাতে একজন মায়ের-ও কোল না খালি হয়, নির্বিঘ্নেই বঙ্গের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৯ তারিখে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বাংলার মানুষ ৯৫ ভোট দিয়ে প্রমান করবে আমরা বাংলা নির্বাচন কমিশনের সাথে। আমাদের জেতাতে হবে নির্বাচিত প্রার্থীদের সাথে নির্বাচন কমিশনকে।

শতাব্দী মালিতা

ঐতিহাসিক সময়ের স্রোতে ভেসে ওঠা এক নগর;কলকাতা;শুধু একটি ভৌগোলিক স্থান নয়, বরং এটি এক বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার কেন্দ্র, যার প্রতিটি স্তরে জমা আছে উপনিবেশ, দুঃখ, সংগ্রাম, স্বপ্ন ও পুনর্জন্মের গল্প; সেই গল্পই বারবার প্রতিফলিত হয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রে, কখনো সূক্ষ্ম মানবিকতায়, কখনো রাজনৈতিক তীক্ষ্ণতায়, আবার কখনো বাণিজ্যিক বিনোদনের মোড়কে। ব্রিটিশ শাসনের প্রশাসনিক রাজধানী হিসেবে কলকাতার যে নগর-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার ভাঙন শুরু হয় রাজধানী স্থানান্তরের পর, এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও ৬০-৭০-এর নকশাল আন্দোলন শহরের মানসিক ও সামাজিক কাঠামোকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়;এই অভিঘাত বাংলা সিনেমাকে করে তোলে এক বাস্তবমুখী শিল্পমাধ্যম। এই বাস্তবতার সর্বোচ্চ শিল্পরূপ আমরা পাই সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার', 'মহানগর', 'জনঅরণ্য', ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম', 'ক্যালকাটা ৭১', 'একদিন প্রতিদিন', 'আকালের সন্ধানে';এইসব চলচ্চিত্রে, যেখানে শহর শুধু পটভূমি নয়, বরং একটি সক্রিয়, প্রভাবশালী চরিত্র, যা মানুষের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক সংকট, নৈতিক দ্বন্দ্ব ও অস্তিত্বের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে; বিশেষ করে 'মহানগর'-এ নারী স্বাধীনতার সূচনা কিংবা 'জনঅরণ্য'-তে বেকার যুবকের নৈতিক পতন শহরের অন্তর্লীন সংকটকে উন্মোচিত করে। তবে একই সময়েই বাণিজ্যিক ধারায় উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেনের 'হারানো সুর', 'সপ্তপদী', 'সাগরিকা', 'শিল্পী' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে শহুরে প্রেম, আধুনিকতার আকর্ষণ ও মধ্যবিত্ত স্বপ্ন এক ভিন্ন মাত্রা পায়, যা দর্শকের আবেগকে ছুঁয়ে যায় কিন্তু বাস্তবতার তীব্রতা কিছুটা নরম করে। সময়ের পরিবর্তনে ৮০-৯০-এর দশকে বাংলা সিনেমা এক নতুন সংকটে পড়ে;অঞ্জন চৌধুরীর 'শত্রু', 'ইন্দ্রজিত', 'গুরুদক্ষিণা' এবং স্বপন সাহার 'মঙ্গলদীপ', 'বাবা কেন চাকর', 'মায়ের আঁচল'-এর মতো ছবিতে পারিবারিক মেলোড্রামা, গ্রামীণ পটভূমি, অতিরঞ্জিত নায়কত্ব এবং সরলীকৃত নৈতিকতা প্রাধান্য পায়; এখানে শহর প্রায় অনুপস্থিত, বরং গল্পের কেন্দ্রে আসে একক নায়ক, প্রতিশোধ, আবেগপ্রবণতা এবং এমন এক সামাজিক কাঠামো যেখানে নারী চরিত্র অনেক সময় শুধুই সহায়ক বা ভুক্তভোগী;এই প্রবণতা বাংলা সিনেমায় এক ধরনের মিসোজিনিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়, যা শিল্পমানের দিক থেকে প্রশ্ন তোলে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, এই সময় থেকে বলিউড ও দক্ষিণী চলচ্চিত্রের কাহিনি অনুকরণ বা রিমেক করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, ফলে মৌলিকতার সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। ২০০৫ থেকে ২০১৮-এর মধ্যে বাংলা সিনেমা এক দ্বৈত সত্তার মধ্যে দিয়ে যায়;একদিকে 'চ্যালেঞ্জ', 'ওয়ান', 'দেব', 'খোকাবাবু', 'বস' প্রভৃতি ছবিতে বাণিজ্যিক ফর্মুলা, অ্যাকশন, নাচ-গান ও স্টারডমের আধিপত্য বজায় থাকে, অন্যদিকে সমান্তরালে নতুন ধারার চলচ্চিত্রে ভিন্নধর্মী ভাষা তৈরি হয়; ঋতুপর্ণ ঘোষের 'উৎসব', 'চোখের বালি', 'দহন', 'আবহমান' সম্পর্ক, লিঙ্গ-পরিচয় ও মানসিক জটিলতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বাংলা সিনেমাকে নতুন বৌদ্ধিক উচ্চতায় নিয়ে যান, যদিও তাঁর সিনেমায় শহরের বহিরঙ্গ অপেক্ষাকৃত কম দৃশ্যমান, বরং অন্তর্জগতই মুখ্য হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক সময়ে আবার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে;সাহিত্যনির্ভর ও গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার ঘরানার পুনরুত্থান, যেমন 'ব্যোমকেশ বক্সী', 'ফেলুদা', 'কাকাবাবু' সিরিজের বিভিন্ন চলচ্চিত্র; এই প্রবণতা প্রমাণ করে যে দর্শক এখন গল্পের গভীরতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ খুঁজছেন। একই সঙ্গে সুজয় ঘোষের 'কাহানি'-তে কলকাতা এক রহস্যময়, গতিশীল চরিত্র হিসেবে ফিরে আসে, যা শহরের নতুন চেহারা তুলে ধরে। আজকের বাংলা সিনেমা এক বহুমাত্রিক স্রোতের মিলনক্ষেত্র;এখানে একই সঙ্গে বাণিজ্যিক রিমেক, স্বাধীন ও পরীক্ষামূলক নির্মাণ, সাহিত্যনির্ভর অভিযোজন, ভৌতিক-থ্রিলার, এমনকি বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনির সূচনাও দেখা যাচ্ছে; এই পরিবর্তনের পেছনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিস্তার বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে, কারণ Netflix–Amazon Prime Video বা Hoichoi-এর মতো প্ল্যাটফর্ম নতুন নির্মাতাদের এমন সব গল্প বলার সুযোগ দিচ্ছে, যা আগে প্রেক্ষাগৃহকেন্দ্রিক বাজারে জায়গা পেত না; ফলে 'বিসর্জন', 'নগরকীর্তন', 'ভূতের ভবিষ্যৎ', 'রাজকাহিনী', 'অটোগ্রাফ' বা 'চতুষ্কোণ'-এর মতো ছবিতে সম্পর্ক, পরিচয়, ইতিহাস ও স্মৃতির জটিল স্তরগুলি নতুন ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে, আবার সাহিত্য থেকে ধার নিয়ে 'ব্যোমকেশ', 'ফেলুদা', 'কাকাবাবু' সিরিজের পুনর্নির্মাণ দর্শকদের কাছে বৌদ্ধিক বিনোদনের নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। এই ধারার মধ্যেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির অভিযোজন;বিশেষত Hemlock Society-এর নির্মাতা Srijit Mukherjié-র 'হেমলক সোসাইটি' ও 'জুলফিকার'; যেখানে Macbeth ও Julius Caesar-এর অনুপ্রেরণায় আধুনিক কলকাতার অপরাধজগৎ ও ক্ষমতার রাজনীতি তুলে ধরা হয়েছে; এই ধরনের অভিযোজন প্রমাণ করে যে বাংলা সিনেমা এখন বৈশ্বিক সাহিত্যকে স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে সক্ষম। পাশাপাশি ভৌতিক ও মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার ধারাও নতুনভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে;'একটি অদ্ভুত গল্প', 'গুমনামি', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'ভূতের ভবিষ্যৎ', 'বিবাহ অভিযান'-এর মতো ছবিতে হাস্যরস ও আতঙ্কের মিশেল যেমন দেখা যায়, তেমনি 'দ্য একেন', 'ড্রাকুলা স্যার', 'শবর' সিরিজ বা 'অপরাজিতা অপু'-র মতো কাজেও রহস্য, অপরাধ ও মনস্তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে; এইসব ছবিতে শহর কখনো অন্ধকার, কখনো রহস্যময়, কখনো আবার স্মৃতিবাহী এক চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়। একই সঙ্গে বাংলা সিনেমায় বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনির সূচনা এখনও সীমিত হলেও তা ধীরে ধীরে গুরুত্ব পাচ্ছে;'প্রফেসর শঙ্কু' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র, 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি', কিংবা কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্যের পরীক্ষামূলক কাজ দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই ঘরানায় সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রসঙ্গে বিশ্ব সিনেমার দিকে তাকালে দেখা যায়, Inception– Interstellar– The Matrix– Blade Runner 2049 বা ঈঙ্ড:ত্র-এর মতো চলচ্চিত্র শুধু প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ নয়, দার্শনিক প্রশ্ন, সময়-বাস্তবতার ধারণা, মানবচেতনার সীমা;এইসব গভীর বিষয়কে সামনে নিয়ে আসে; ফলে বাংলা সিনেমার সামনে বড় প্রশ্ন দাঁড়ায়;এই বিশ্বমানের চিন্তা ও নির্মাণশৈলীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে কি আমরা নিজস্ব ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প বলতে পারছি? দর্শকের রুচির পরিবর্তন এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; আজকের দর্শক আর শুধুমাত্র নাচ-গান বা একমাত্রিক কাহিনিতে সন্তুষ্ট নয়, তারা গল্পের গভীরতা, চিত্রনাট্যের দৃঢ়তা এবং ভিজ্যুয়াল নির্মাণের নতুনত্ব খোঁজে; তাই বাংলা সিনেমার সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মৌলিকতা বজায় রেখে বৈশ্বিক মানে পৌঁছানো। OTT প্ল্যাটফর্ম এই পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করেছে;কারণ এখানে সেন্সর বা বাণিজ্যিক চাপ তুলনামূলক কম, ফলে নির্মাতারা সামাজিক ট্যাবু, লিঙ্গ-পরিচয়, রাজনৈতিক সংকট, এমনকি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও খোলামেলা কাজ করতে পারছেন; এর ফলে বাংলা সিনেমা আবার এক নতুন আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে। তবে এই সম্ভাবনার পাশাপাশি কিছু সংকটও রয়েছে;বাণিজ্যিক রিমেকের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, এবং প্রেক্ষাগৃহ সংস্কৃতির অবক্ষয় বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তাই প্রয়োজন এক সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান;সবকিছুকে মিলিয়ে এক নতুন চলচ্চিত্র-ভাষা তৈরি করা যায়। সবশেষে বলা যায়, আজকের বাংলা সিনেমা এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে; এখানে অতীতের গৌরব, বর্তমানের পরীক্ষানিরীক্ষা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা একসঙ্গে কাজ করছে; যদি এই ধারাকে সঠিকভাবে লালন করা যায়, তবে বাংলা চলচ্চিত্র শুধু আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ থাকবে না, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চেও নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।বর্তমান সময়ে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়া বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য একটি গুরুতর সংকট তৈরি করছে, কারণ সিনেমা হল শুধু প্রদর্শনের মাধ্যম নয়, এটি চলচ্চিত্রের সামাজিক অভিজ্ঞতার কেন্দ্রও; একসময় Kolkata সহ সমগ্র বাংলায় একাধিক সিঙ্গল-স্ক্রিন হল দর্শকদের নিয়মিত বিনোদনের জায়গা ছিল, কিন্তু ডিজিটাল যুগে OTT প্ল্যাটফর্মের উত্থান, মাল্টিপ্লেক্স সংস্কৃতির সীমিত বিস্তার এবং অর্থনৈতিক কারণে অনেক পুরনো হল বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে বাংলা ছবির মুক্তির সুযোগ কমে এসেছে এবং নির্মাতারা প্রয়োজনীয় আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন; বিশেষ করে ছোট বাজেটের বা পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রগুলো প্রেক্ষাগৃহ না পাওয়ায় দর্শকের কাছে পৌঁছতেই পারছে না, ফলে সৃজনশীলতার পরিসর সংকুচিত হচ্ছে এবং প্রযোজকেরা ঝুঁকি নিতে অনীহা প্রকাশ করছেন, যার প্রভাব পড়ছে পুরো শিল্পের ওপর। অন্যদিকে, যখন হলের সংখ্যা কমে যায়, তখন বড় বাজেটের বা স্টারনির্ভর ছবিগুলোই সীমিত স্ক্রিন দখল করে নেয়, ফলে বৈচিত্র্য হারিয়ে যায় এবং নতুন পরিচালক বা ভিন্নধর্মী গল্প বলার সুযোগ কমে যায়; এর পাশাপাশি গ্রামীণ বা শহরতলির দর্শকরা বাংলা সিনেমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন, কারণ তাদের কাছে সহজলভ্য প্রেক্ষাগৃহ নেই। এই পরিস্থিতির সমাধানের জন্য বহুমুখী উদ্যোগ প্রয়োজন;প্রথমত, সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগে ছোট ও আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ (মিনি থিয়েটার) গড়ে তোলা দরকার, যাতে কম খরচে বিভিন্ন ধরনের ছবি প্রদর্শন সম্ভব হয়; দ্বিতীয়ত, পুরনো সিঙ্গল-স্ক্রিন হলগুলোকে সংস্কার করে ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে, যাতে তারা আবার দর্শক আকর্ষণ করতে পারে; তৃতীয়ত, OTT প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি, যেখানে প্রথমে সীমিত সময়ের জন্য হলে মুক্তি এবং পরে ডিজিটাল রিলিজের মাধ্যমে বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছানো যায়; এছাড়া স্থানীয় চলচ্চিত্র উৎসব, স্কুল-কলেজভিত্তিক স্ক্রিনিং এবং সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মাধ্যমে দর্শকের মধ্যে হলমুখী সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সবশেষে বলা যায়, প্রেক্ষাগৃহের সংকট শুধু অবকাঠামোগত সমস্যা নয়, এটি বাংলা চলচ্চিত্রের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; সঠিক পরিকল্পনা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং দর্শকের সচেতন অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, এবং তবেই বাংলা সিনেমা আবার তার পূর্ণতা ও প্রাণশক্তি ফিরে পেতে পারে।

চিকিৎসায় গাফিলতির জের!

মা ও নবজাতকের মৃত্যু, বর্ধমানে নার্সিংহোম ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানে এক গৃহবধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুক্রবার চরম উত্তেজনা ছড়িয়েপড়ে বর্ধমানের নবাবহাট এলাকায় এক বেসরকারি নার্সিংহোমে। ঘটনার জেরে ক্ষুব্ধ জনতা নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। নার্সিংহোমের মালিক-সহ তিন কর্মীকে আটক করে বর্ধমান থানার পুলিশ। শুরু হয় ঘটনার তদন্ত।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলকোট এলাকার বাসিন্দা ২৩ বছরের রিজিয়া খাতুন প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ওই নার্সিংহোমে ভর্তি হন। পরিবারের দাবি, সুস্থ অবস্থাতেই তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

মৃতার মা অভিযোগ করেন, ‘আমার মেয়েকে যখন অপারেশন

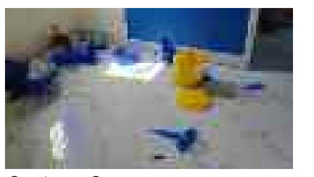

থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সে ‘মা মা’ করে চিৎকার করছিল। আমরা বারবার জানতে চেয়েছি কী হয়েছে, কিন্তু কেউ কিছু বলেনি। আমাদের হাতজোড় করে অনুরোধ করলেও কোনও তথ্য দেয়নি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। শুধু বলেছে প্রেসার বেড়েছে, ঠিক হয়ে যাবে। শেষে আমার মেয়েকে ওরা কুরবানী দিয়ে দিল!’ মৃতার মামা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘এরা মানুষ না অমানুষ? আমার ভাগ্নি মারা গেল, আর যারা এখনও ভর্তি আছে, তাদের কী হবে? আমরা সরাসরি ডাক্তারের মাধ্যমে ভর্তি করেছিলাম। এখানে চিকিৎসা নয়, টাকা রোজগারটাই আসল লক্ষ্য!’

অভিযোগ, চিকিৎসার নামে গাফিলতি এবং তথ্য গোপনের জেরেই এই মৃত্যু। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্ষুব্ধ জনতা নার্সিংহোমে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে নার্সিংহোমের মালিক ডাঃ প্রণয় ঘোষের দাবি, ‘বৃহস্পতিবার রোগীর সিজারিয়ান অপারেশন হয় এবং অপারেশন চলাকালীনই রোগীর খিঁচুনি শুরু হয়। যদিও অপারেশন সফল হয়, কিন্তু পরবর্তীতে মা ও নবজাতকের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এরপর পরিবারের অনুমতি নিয়েই নবজাতককে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং রোগীকে আইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেও অবস্থার অবনতি হতে থাকায় রাতেই রোগীর মৃত্যু হয়।’ এই ঘটনায় চিকিৎসা ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে।

প্রচারে বেরিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত গলসির বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: প্রচারে বেরিয়ে পায়ে চোট লাগলো গলসি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্রর। শুক্রবার সকাল থেকে তিনি পূর্ব বর্ধমানের গলসি এলাকায় প্রচারে নামেন। দুপুর নাগাদ প্রচারের শেষ মুহূর্তে তিনি গলসির পুরাতন চটির কাছে পৌঁছান। সেখানে মহিলাদের থেকে আশির্বাদ নিতে যান। ওই সময় রাস্তা থেকে নিচের দিতে নামতেই আচমচা তাঁর পায়ে একটি পাথরে আঘাত লাগে। এরপরই তিনি পা মচকে মাটিতে পরে যান। কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি এক্স রে সেন্টারে নিয়ে যান। সেখ ানকার ডাক্তার তাঁকে জানান, তাঁর পা ভাঙেনি। লিগামেন্টে চোট পেয়েছে। এখন তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন চিকিৎসকরা। তবে রাজু পাত্রের দাবি, এটা ছোট্ট আঘাত। তিনি লড়াই করে জিততে চান, সিমপ্যাথি আদায় করে নয়। ঘণ্টা পাঁচেক রেস্ট নিয়ে আবার প্রচার শুরু করবেন। প্রয়োজনে লাঠি ধরে প্রচার করতেও প্রস্তুত। কারণ সাধারন মানুষ তাঁকে চাইছেন।

বিএলও’র কর্তব্যে গাফিলতি! চাঁচলে ভোটার স্লিপ না-মেলায় ভোট দিতে পারলেন না তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রথম দফার নির্বাচন পেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে এসে পৌঁছাল ভোটের স্লিপ। যার কারণে বৃহস্পতিবার ভোট দিতে পারেননি চাঁচলে এক তরুণী। আর এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার এক বিএলও’র কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে ওই তরুণী ও তার পরিবার। শুক্রবার ওই বিএলওকে ওই তরুণী পরিবার ও গ্রামবাসীরা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে ২২৩ নম্বর বুথের বিএলও আক্তার হোসেনের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তরুণী হুসনারা বেগম। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকায় সংশোধনের পর তার নাম উঠেছিল। অনলাইনে সেটি দেখেও ছিলেন তিনি। বিষয়টি জানতে পেরে বারবার বিএলও’র সঙ্গে যোগাযোগ করে ভোটার স্লিপ পাওয়ার জন্য। এমনকি বৃহস্পতিবার দিনও ওই বিএলও’কে স্লিপের জন্য বলা হয়েছিল। তবুও তিনি দেন নি। ওই দিন ভোট পর্ব মিটে যাওয়ার পর শুক্রবার সকালে

ওই তরুণীর বাড়িতে ভোটের স্লিপ দিতে আসেন বিএলক্ষ্মও। আর তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে ওই তরুণী তার পরিবারের লোকেরা বিএলও’কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। এরপর পাড়া প্রতিবেশীরাও বিষয়টি জানতে পেরে চাঁচল এলাকার ওই বিএলও’র বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীপুর গ্রামের ২২৩ নম্বর বুথের বিএলও রয়েছেন আখতার হোসেন। ওই বুথেই তরুণী হুসনারা বেগমের বাড়ি। তাঁর অভিযোগ, ‘কয়েকদিন আগেই ভোটার তালিকায় সংশোধনের পর আমার নাম যে উঠেছিল সেটা আমি জানতে পেরেছিলাম। বারবার বিএলওকে অনুরোধ করেছিলাম ভোটের স্লিপ দেওয়ার জন্য। কিন্তু ওই বিএলও পাত্তাই দেয়নি। ভোটের দিনও অনেকবার তাঁকে ফোন করেছি এবং বাড়ি গিয়েছি। কিন্তু দেখা পাওয়া যায়নি। এদিন সকালে যখন ওই বিএলও ভোটের স্লিপ দিতে আসে তখনই বিক্ষোভ দেখানো হয়।’

যদিও নিজের কর্তব্যের এই গাফিলতির কথা স্বীকার করেছেন বিএলও আখতার হোসেন। তিনি বলেন, ‘একই নামের দুই মহিলার রয়েছে আমার বুথে। একজনের নাম রয়েছে এবং একজনের নাম ডিলিট হয়ে গিয়েছে। তাই বিষয়টি বুঝতে পারি নি।’

দুর্গাপুরে কড়া নিরাপত্তায় স্ট্রংরুমে সংরক্ষিত ইভিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: প্রথম দফার ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর ইভিএমগুলি কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই স্ট্রংরুমে সংরক্ষণ করা হয়েছে। দুর্গাপুরের সরকারি মহাবিদ্যালয়কে স্ট্রংরুম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম এবং পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রতিটি বুথে ব্যবহৃত ইভিএম নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। স্ট্রংরুম চত্বরে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাচ্ছেন। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও গোটা ব্যবস্থার উপর কড়া নজর রাখছেন, যাতে কোনও ধরনের অনিয়ম বা নিরাপত্তা বিঘ্ন না ঘটে। এদিন স্ট্রংরুমে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ক্রুটিনি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও এজেন্টরা উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তৃণমূলের প্রদীপ মজুমদার, বিজেপির চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সিপিএমের সীমান্ত চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের এজেন্ট অসীমা চক্রবর্তী-সহ বিজেপি ও সিপিএমের প্রতিনিধিরাও বৈঠকে অংশ নেন। পাশাপাশি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন দলের এজেন্টরাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন-পরবর্তী এই গোটা প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও সুরক্ষিত রাখতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে জানা গেছে। ভোটগণনার দিন পর্যন্ত একইভাবে কড়া নিরাপত্তা বজায় থাকবে।

গৃহবধূর মৃত্যুতে দোষী সাব্যস্ত স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুক্রবার চুঁচুড়া আদালতের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক শুভ্রা ভৌমিক ভট্টাচার্য অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়িকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আগামী সোমবার ২৭ এপ্রিল এই মামলায় সাজা ঘোষণা করা হবে। বিয়ের সময় পণের যে দাবি ছিল তা থেকে মাত্র ১৫ হাজার টাকা মেটাতে না পারায় গৃহবধূর ওপর অমানবিক অত্যাচার। তার মাঝেই হয়েছিল রহস্য-মৃত্যু। এবার এই ঘটনায় বড় রায় দিল আদালত। ২০১৭ সালের ২ মার্চ মগড়ার বাসিন্দা স্বর্ণময়ী মণ্ডলের সঙ্গে জিরাটের কালিয়াগরের সঞ্জিত রাজবংশীর বিয়ে হয়। অভিযোগ,

বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং প্রচুর অলঙ্কার ও আসবাবপত্র দাবি করেছিল। পরিবার সূত্রে খবর, স্বর্ণময়ীর বাবা প্রশান্ত মণ্ডল যথাসাধ্য চেষ্টা করে গয়না ও অন্যান্য সামগ্রী দিলেও নগদের পুরো টাকা জোগাড় করতে পারেননি। তিনি ৩৫ হাজার টাকা দিতে পেরেছিলেন। অভিযোগ, বকেয়া ১৫ হাজার টাকার জন্য বিয়ের পর থেকেই স্বর্ণময়ীর উপর শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। বিয়ের মাত্র ৯ মাসের মাথায়, ২০১৮ সালের ১৬ জানুয়ারি শ্বশুরবাড়ি থেকে স্বর্ণময়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মেয়ের মৃত্যুর পর বলাগড় থানায় স্বামী সঞ্জিত রাজবংশী, শ্বশুর কৃষ্ণচন্দ্র রাজবংশী ও শাশুড়ি ঝর্না রাজবংশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন প্রশান্তবাবু। অবশেষে দীর্ঘ সাত বছর পর আদালত অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করায় কিছুটা স্বস্তিতে স্বর্ণময়ীর বাবা-মা।

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো - ব্যারাকপুর,
জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০
ই-মেইল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in

সংশোধনী

‘একদিন’ সংবাদপত্রে **২৪.০৪.২০২৬** তারিখের সংস্করণে প্রকাশিত ভেহিকেল ই-নিলাম বিক্রির নোটিশে **প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার তারিখে** মুদ্রণজনিত ত্রুটি ছিল। **প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার তারিখ** ২২.০৪.২০২৬ এর পরিবর্তে **০৮.০৫.২০২৬** পড়তে হবে। অবশিষ্ট বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অনিচ্ছাকৃত অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

Format C-1

(for candidate to publish in Newpapers, TV)

Declaration about criminal cases
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]

Name and address of candidate : **Pradip Sarkar,** Vill - Belemath Belgoria, P.O.- Fulia Boyra, P.S.- Santipur, Dist.- Nadia, Pin- 741402.
Name of Political Party (Independent candidates should write “Independent” here) : **Independent**
Name of Election : **General Election to WBLA-2026**
*Name of Constituency : **87- Ranaghat Uttar Paschim Assembly**

I, **Pradip Sarkar** a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents :

(A) Pending Criminal Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	Ld. A.C.J.M Ranaghat	Santipur P.S. 1034/23	Pending	u/s-341/384/323/325/34/506 IPC Political Cases
2.	Ld. A.C.J.M Ranaghat	Santipur P.S. 1062/24	Pending	u/s-126(B)/115(2)/117(2)/3(5) of B.N.S. Political Cases

(B) Details about cased of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
2.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
3.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

Format C-2

(for candidate to publish in Newpapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]

Name of Political Party : **Independent**
Name of Election : **General Election to WBLA-2026**
Name of State / UT : West Bengal.

1	2	3	4		5		
Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(a) Pending Criminal Cases		(b) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, Case No. & Status of the Case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	87/ Ranaghat Uttar Paschim	PRADIP SARKAR	Santipur PS	1034/23 u/s 341/384/323/325/34/506 IPC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
			Santipur PS	1062/24 u/s 126(b)/115(2)/117(2)/3(5) of B.N.S.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to council of states or election to legislative council by MLAs mention the election concerned in place of name of Constituency.

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১,
শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

*** কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে, এই বিজ্ঞাপনটি ২৪.০৪.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত হয়নি। আজ, ২৪.০৪.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছে।**
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য, যা অস্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬), বিধি ৯(১)-এর শর্তাবলি এবং বিধি ৬(২)-এর সাথে পঠিতব্য।
এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিসমূহ, যার ভৌত দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন, তা নিম্নোক্ত তারিখগুলিতে ‘‘যেখানে যেমন আছে,’’ ‘‘যেখানে যা আছে’’ এবং ‘‘যেমন অবস্থায় আছে’’ ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১১.০৫.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এভারগ্রিন অ্যাগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং, স্বত্বা : বিপ্লব দাশগুপ্ত,** পিতা আশুতোষ দাশগুপ্ত, মাতৃ কুটীর, ৮২/১, এস এ দত্ত সরণি, মাঠপাড়া, শরৎ কলোনি, পো -রাজবাড়ি, থানা - এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০০৮১। **শ্রী বিপ্লব দাশগুপ্ত,** প্রযত্নে মঞ্জিমা দাশগুপ্ত,স্বত্বা : মেসার্স এভারগ্রিন অ্যাগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং বি-২০/৪, ২য়তল, রসা কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি. , এমএন সেন লেন,কলকাতা- ৭০০০৪০	দখলীকৃত তালিকা অনুযায়ী গৃহে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যা ঋণগ্রহীতা এবং ম্যাজিস্ট্রেট এবং ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১৪,৭৯,৮৬১.৩৬ টাকা (চোদ্দ লাখ উনআশি হাজার আটশ একষট্টি টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) ১০.০৭.২০১৮ পর্যন্ত** হিসেবকৃতপরবর্তী সুদ, এবং ব্যয় সহ	ক) ৮২,০০০.০০ টাকা খ) ৮,২০০.০০ টাকা গ) ৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৭৪৮৬৯৬৭৪৭ পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৫.০৫.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৫.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কান্দি শাখা
নূতনহাট থানা রোড, পোঃ ও থানা- কান্দি
জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ১৩৭

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) কান্দি শাখা এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **১৫.০৫.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে **‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘ যা আছে তা আছে’’** এবং **‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) কান্দি শাখা** এর বকেয়া রাশি **২,২২,০৭,৯৫১.০০ টাকা** (দুই কোটি বাইশ লক্ষ সাত হাজার নয়শত একান্ন টাকা মাত্র) (বিবি ১,৫৩,৩৯,৯৯৪.০০ টাকা এবং এমওআই + এমএলই + এমওএক্স ৬৮,৬৭,৯৫৭.০০ টাকা) **২০.০৪.২০২৬** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য খরচ **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এইচ. এস. অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম, অংশীদার- (১) জনাব বাবর আলী এবং (২) জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** গ্রাম ও পোঃ- কুন্ডল, থানা- বড়ঞা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৬৮ -এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এইচ. এস. অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম অংশীদার- ১. জনাব বাবর আলী,** ২. জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ, গ্রাম ও পোঃ- কুন্ডল, থানা- বড়ঞা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৬৮। **২. অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদার:** জনাব বাবর আলী, পিতা- মৃত ইনাল হক, গ্রাম- কাটনা, পোঃ- নবদুর্গা, থানা- বড়ঞা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৬৮। **৩. অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদার:** জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ, পিতা- কালু শেখ, গ্রাম- বালিহাট, পোঃ- কান্দি, বালিয়া, থানা- খরগ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৩৭। **খ) কান্দি শাখা**	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার ওপর নির্মিত পরিকাঠামো, যা কল্যাণপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-বড়ঞা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ১৬৮ এর অধীনে মৌজা-কুন্ডল, জেএল নং ০১২-তে অবস্থিত। ১০.০১.২০২০ তারিখে নিবন্ধিত বন্ধকী দলিল নং ২২০/২০২০ বিবরণ নিচে দেওয়া হলো- খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট জমির পরিমাণ- ৬০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং)। **স্বত্বাধিকারী: জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট জমির পরিমাণ- ৬০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- পোল্ট্রি (লেয়ার ফার্মিং)। **স্বত্বাধিকারী: জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৯, এলআর প্লট নং ১১৪৬, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ।	**২,২২,০৭,৯৫১.০০ টাকা** (দুই কোটি বাইশ লক্ষ সাত হাজার নয়শত একান্ন টাকা মাত্র) (বিবি ১,৫৩,৩৯,৯৯৪.০০ টাকা এবং এমওআই + এমএলই + এমওএক্স ৬৮,৬৭,৯৫৭.০০ টাকা) **২০.০৪.২০২৬** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য খরচ	**ক) ৯৫.০০ লক্ষ টাকা (*)** (পঁচানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৯.৫০ লক্ষ টাকা** (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30295237019** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ।
খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.২৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ।
খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট জমির পরিমাণ- ১.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ।
খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব ইয়ারউদ্দিন শেখ,** পিতা- কালু শেখ।
খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক।
খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.৭৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক।
খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট জমির পরিমাণ- ০.২৫ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক।
খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট জমির পরিমাণ- ১.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক।
খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট জমির পরিমাণ- ২.০০ ডেসিমেল। জমির ধরণ- আমন। স্বত্বাধিকারী- **জনাব বাবর আলী,** পিতা- মৃত ইনাল হক।

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ :১৫.০৫.২০২৬, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০,** ইমেইল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের ওয়েবসাইটে https://baanknet.com - এ সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ অংশীদার (গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৪.০৪.২০২৬ / স্থান: কান্দি — **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

Ref. No. AFL/CO/2026-27/Legal/Apr/637 — ১৫.০৪.২০২৬

প্রতি

স্পিড পোস্ট/ রেজিস্টার্ড এ.ডি./ইমেল মাধ্যমে
আগাম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রেরণ

১. শ্রী মহাবীর স্টোর্স (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, ৬ষ্ঠতল, রুম নং ৫২২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১। ইমেল আইডি : sarawgi3@gmail.com ফোন নং : ৯৮৭৪৫৫০১০৮।	২. আয়ুষ সরোগী (সহ ঋণগ্রহীতা ১) ঠিকানা : টাওয়ার ৩, ১১ এন,গ্রিন উড সোনাটা নিউটাউন, অ্যাকশন এরিয়া ২, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫১। ইমেল আইডি : sarawgi3@gmail.com ফোন : ৯৮৭৪৫৫০১০৮।
৩. কমল সরোগী (সহ ঋণগ্রহীতা ২) ঠিকানা : ১১বি, যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০৬ । ইমেল আইডি : sarawgi3@gmail.com ফোন : ৬২৯১০৯৭৭৮৯।	

(পরবর্তীতে একত্রে ‘‘ঋণগ্রহীতাগণ’’ হিসেবে উল্লিখিত)
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় : ২০০২ সালের সিকুইরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে (সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে) এবং বিধিমালা অধীনে নোটিশ

আমরা, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (‘‘এএফএল’’), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৩৪ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি মুম্বই - ৪০০০২৫-এ এর নিবন্ধিত অফিস, অনুমোদিত আধিকারিকের মাধ্যমে এতদ্বারা আর্থিক সম্পদ ও প্রয়োগের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে এই নোটিশটি প্রদান করছি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (পরবর্তীতে ‘সারফেসি আইন’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে।

১. AFL, তার ব্যবসার স্বাভাবিক কার্যক্রমে, ঋণগ্রহীতাদের অনুরোধে, এতদসংযুক্ত তফসিল ‘এ’-তে আরও বিশদভাবে বর্ণিত মেয়াদী ঋণ, মোট ২,৪৬,৫০,০০০/- (দুই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) টাকার (‘‘ক্রেডিট সুবিধা’’) অনুমোদন করেছে, যা সেখানে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে। তফসিল ‘এ’-তে বিশদভাবে বর্ণিত উপরোক্ত জামানতটি সারফেইসি আইনের ধারা ২(১)(জেডসি) অনুসারে একটি ‘‘সুরক্ষিত সম্পদ’’ এবং এর মাধ্যমে AFL-এর অনুকূলে সুরক্ষিত স্বার্থ তৈরি হয়েছে।
২. যেহেতু আপনারা, ঋণগ্রহীতারা, আপনাদের সমান মাসিক কিস্তি (ইএমআই) পরিশোধে ক্রমাগত খেলাপি হয়েছেন, তাই ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ১০.০৪.২০২৬ তারিখে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/গাইডলাইন মেনে, ঋণগ্রহীতাকে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছিল।
৩. এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ক্রেডিট সুবিধার জন্য, অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করার উপরোক্ত তথ্যটি এএফএল কর্তৃক আপনাকে, প্রাপকদের, ০৬.০২.২০২৬ তারিখের এনপিএ অবহিতকরণ পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল, যার রেফারেন্স নম্বর ছিল AFL/NPA/CO/Feb-26/4037।
৪. উপরোক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে, সুরক্ষিত ঋণদাতা, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুসারে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতাকে এই বিধিবদ্ধ নোটিশ জারি করার অধিকারী হয়েছেন এবং এতদ্বারা আপনাদের সকল প্রাপক(গণ)-কে, যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে, সুরক্ষিত ঋণের বিপরীতে মোট **২,৩৭,৫৩,২৮১/- ভারতীয় রুপি (দুই কোটি সাঁয়ত্রিশ লাখ তিপান্ন হাজার দুশো একাশি টাকা)** সম্পূর্ণ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, যা এতদসংলগ্ন তফসিল ‘বি’-তে আরও বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এর সাথে ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক হারে প্রযোজ্য সুদ, অতিরিক্ত সুদ, খেলাপি সুদ, প্রিমিয়াম, খরচ, চার্জ ইত্যাদিও পরিশোধ করতে বলছেন। সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত, অন্যথায় সুরক্ষিত ঋণদাতা উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির ক্ষেত্রে সারফেইসি আইনের ধারা ১৩ (৪) এবং ১৫ এর অধীনে তার জন্য উপলব্ধ সুরক্ষা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নীচে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;
   ক. এতদসংক্রান্ত তফসিল ‘এ’-তে উল্লিখিত জামানতি সম্পদের দখল গ্রহণ করা, যার মধ্যে তা আদায়ের জন্য ইজারা, অর্পণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে;
   খ. সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৪)(বি) এবং ধারা ১৫-এর শর্তে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, জামানতি সম্পদ আদায়ের জন্য ইজারা, অর্পণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের অধিকার সহ আপনার, প্রাপক(দের), ব্যবসার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা;
   গ. জামানতি সম্পদটি পরিচালনা করার জন্য যেকোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা, যার দখল এএফএল গ্রহণ করবে;
   ঘ. যেকোনো সময় লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, এমন যেকোনো ব্যক্তিকে, যিনি আপনার (প্রাপক(গণ)) কাছ থেকে কোনো সুরক্ষিত সম্পদ অর্জন করেছেন এবং যার কাছ থেকে আপনার (প্রাপক(গণ)) কাছে কোনো অর্থ পাওনা আছে বা পাওনা হতে পারে, সুরক্ষিত ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ AFL-কে প্রদান করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।
৫. আপনাদের সকলকে জানানো ও সতর্ক করা হচ্ছে যে, সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(১৩)-এর বিধান অনুসারে, সুরক্ষিত ঋণদাতার পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত সুরক্ষিত সম্পদের (এতদ্বারা তফসিল ‘এ’-তে উল্লিখিত) কোনো হস্তান্তর বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে করা যাবে না।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত সারফেইসি আইনের ধারা ১৩ (৮)-এর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
৭. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ধারা ১৩ (৪)-এর অধীনে এবং তৎসংক্রান্ত কার্যক্রমে এএফএল কর্তৃক যে সকল খরচ, চার্জ, ব্যয় সংঘটিত হবে, তা আইনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপনার কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে।
৮. অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে, এই বিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তিটি সুরক্ষিত পাওনাদারের অধিকারের কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে, যার মধ্যে বর্তমানে বলবৎ কোনো আইনের বিধান অনুসারে এবং/অথবা চুক্তি অনুযায়ী বা উভয় অনুসারে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্য কোনো আইনি কার্যক্রম/আইনি পদক্ষেপ শুরু করার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত।

আপনার বিশ্বস্ত,
অনুমোদিত কর্মকর্তা
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

তপশিল এ
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত

হাই -টেক চেম্বার অফিস স্পেস নং বি, ৭মতলে, প্রেমিসেস নং ৮৪/১বি,তপশিয়া রোড দক্ষিণ, পো -তদপশিয়া, থানা বেনিয়াপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০৪৬, পরিমাপ ২৮৭৪ বর্গফুট সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৮৬বি, তপশিয়া দক্ষিণ। দক্ষিণে : সড়ক। পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৮৪/২ এবং ৮৬/১ তপশিয়া রোড দক্ষিণ। পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।

তপশিল বি
১০ এপ্রিল ২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত

ক্রম নং	লোন নং	মূল ঋণ বকেয়া	বকেয়া সুদ	জরিমানা এবং অন্য চার্জ	মোট বকেয়া
১.	0456MMA00010282	২,২৯,১১,৮৮১	৮,০৫,২৬৭	৩৬,১৩৩	২,৩৭,৫৩,২৮১
	মোট				২,৩৭,৫৩,২৮১

সুবিধা চুক্তি মোতাবেক চিহ্নিত হারে প্রযোজ্য সুদ।

‘দিদি মাছ, মাংস নিয়ে রাজনীতি করছেন’

খানাকুলের সভায় ‘সোনার বাংলা’ গড়ার ডাক হিমন্ত বিশ্বশর্মার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুলের নন্দনপুর রথতলা ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির নির্বাচনী জনসভা। এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি সভামঞ্চ থেকে বাংলার উন্নয়নের জন্য বিজেপি সরকার গড়ার ডাক দেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ‘স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা চাই। রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা চাই। আমরা সোনার বাংলা চাই। আমরা হুমায়ুন কবিরের বাংলা চাই না। বাংলায় মোদীজির শাসন হবে।’ আমিষ খাওয়া নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে হিমন্ত বলেন, ‘অসমে

দশ বছর বিজেপি ক্ষমতা আছে। সেখানে মাছ মাংস সবই খায় মানুষ। তাহলে বিজেপির আমলে বাংলার মানুষ কেন মাছ, মাংস খাবে না? বাংলার মানুষও বিজেপির আমলে মাছ, মাংস সবই খেতে পারবেন। আসলে দিদি মাছ, মাংস নিয়ে রাজনীতি করছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘সুশান্ত ঘোষ খানাকুলে জেতার পর মাছ, মাংসের পার্টি দেবেন। অসম থেকে আমি মাছ পাঠিয়ে দেব। আর সুশান্ত এখান থেকে মাংস দেবে।’ পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ‘খানাকুলে রেল লাইন হবে। রাজা রামমোহন রায়ের নামে মেলা হত। তৃণমূল তা বন্ধ করে দিয়েছে। বিজেপি সরকার গড়ার পর আবার মেলা শুরু হবে।’ পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যু তুলে ধরে তৃণমূল সরকারকে খোঁচা দিয়ে হিমন্ত বলেন, ‘খানাকুলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। খানাকুলে বহু যুবক বাইরের রাজ্যে কাজ করছেন। বিজেপি সরকার গড়লে বাংলায় শিল্প হবে। বাংলার যুবকেরা নিজের মাটিতে কর্মসংস্থান পাবেন।’ এইভাবেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একগুচ্ছ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। অপরদিকে খানাকুলের বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ বলেন, ‘খানাকুলের উন্নয়নের জন্য ও নতুন দিশার জন্য এবং একসাথে এগিয়ে চলার জন্য এবার চোর ‘তোলামূল’ সরকারের বদল চাই। তাই সঠিক পথে এগোতে হবে সাধারণ মানুষকে। বিজেপিকে ভোট দিয়ে সরকার গড়ার জন্য সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। আর গড়তে হবে উন্নত খানাকুল ও বাংলা।’

ভোট মিটলেও মালদায় থাকছে ১৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

তবুও স্ট্রং রুমের নিরাপত্তায় প্রশ্ন তৃণমূল-বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রথম পর্যায়ের ভোট মিটে গেলেও মালদায় থাকছে ১৭ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত এই কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পাশাপাশি এসআইআর সম্পর্কিত কাজের ক্ষেত্রে বিচারকদের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীদের ব্যবহার করা হবে। শুক্রবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানিয়েছেন মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং। ইতিমধ্যে মালদার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম রাখার জন্য দুটি স্ট্রং রুম করা হয়েছে। একটি মালদা কলেজ। অপরটি পলিটেকনিক কলেজ। সেখানেও সশস্ত্র আধা সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। পাশাপাশি এদিন দুপুরে মালদা কলেজের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ইভিএম মজুত রাখার স্ট্রং রুম বিষয়ে একটি বৈঠক করেন জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, জেলার বিভিন্ন থানার জন্যে ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিচারকদের নিরাপত্তা দিতে দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মালদায় থাকবে। মালদা কলেজ এবং মালদা পলিটেকনিক কলেজে ভোট গণনা কেন্দ্রে ত্রিস্তর নিরাপত্তা বলয় থাকছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী, আর্মস গার্ড এবং রাজ্য পুলিশ থাকছে গণনা কেন্দ্রে। ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং সিসি ক্যামেরা চালু থাকবে। স্ট্রং রুমের ১০০ মিটারের মধ্যে কেও ঢুকতে পারব না। প্রশাসন

সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম মেশিন মজুত রাখার ক্ষেত্রে দুটি স্ট্রং রুম করা হয়েছে। একটি মালদা কলেজ। যেখানে পাঁচটি কেন্দ্র যথা চাঁচল, মালতিপুর, মালদা, ইংরেজবাজার এবং মোথাবাড়ি বিধানসভার ইভিএম রয়েছে। অন্যদিকে মালদা পলিটেকনিক কলেজ যেখানে সাতটি কেন্দ্রে যথা হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া, গাজোল, মানিকচক, মোথাবাড়ি, সুজাপুর এবং বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম রয়েছে। ভোট গ্রহণের পর ইভিএম নিয়ে আসার পর শিলড করে দেওয়া হয়েছে স্ট্রং রুমগুলি। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্ট্রং রুমে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। মূল গেট, মিডিল গেট এবং স্টং রুমের বাইরে নজরদারিতে ২৪ ঘণ্টা রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। সেই সঙ্গে গোটা স্টং রুমে থাকছে সিসিটিভির ব্যবস্থা। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মতো বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের দুইজন করে সদস্যরাও থাকছে। স্ট্রং রুমে যে সিসিটিভিগুলি রয়েছে বড় স্কিনে ২৪ ঘণ্টা সেখানে বসে থেকে নজরদারি চালাচ্ছেন বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা। এদিকে সর্বদলীয় বৈঠকের পর এদিন মোথাবাড়ির বিজেপি প্রার্থী নিবারণ ঘোষের অভিযোগ, ‘স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট নন। একজন করে বিএসএফ রাখা হচ্ছে। এক প্রান্তের দরজা খোলা রয়েছে স্ট্রং রুমের। বিষয়টি তারা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন।’ অন্যদিকে ইংরেজবাজারের তৃণমূল প্রার্থী আশিস কুণ্ডু বলেন, ‘সব নিরাপত্তা দেখানোর জন্য রয়েছে। সবকিছু আমাদের সন্দেহের মধ্যে মনে হচ্ছে। মানুষের জনমতের প্রতিফলন সঠিকভাবে রক্ষিত হবে কিনা, বড় একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন রয়েছে।’ বামফ্রন্ট মনোনীত ইংরেজবাজারে সিপিএম প্রার্থী অম্বর মিত্রের অভিযোগ, ‘স্ট্রং রুমে নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। মনিটরিং রুমে প্রতিটি দলের দু’জন করে প্রতিনিধিরাও থাকছে। এখন কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের সঠিকভাবে নিরাপত্তা পালন করলে কোনও রকম কারচুপির আশঙ্কা করা যায় না। তবে আমাদের আস্থা রয়েছে বাহিনীর ওপর।’

নির্বাচনী ডিউটিতে থাকা বিএলও’র মৃত্যু

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন সেলিমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: আগামী ২৯ এপ্রিল পূর্ব বর্ধমান জেলায় দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। নির্বাচনের আগেই এক বিএলও’র মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃতের নাম পিন্টু সেনগুপ্ত। নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাজের চাপেই এই মৃত্যু বলে দাবি পরিবারের। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার। কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরে ভোটের কাজ করার সময় হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন ওই বিএলও। তাঁর পরই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর সহকর্মীরা জানিয়েছেন, প্রচণ্ড গরম ও অতিরিক্ত কাজের চাপে হঠাৎই শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করেন তিনি। প্রথমে কিছুক্ষণ সেখানেই বসে বিশ্রাম নিলেও, পরে অবস্থার অবনতি হলে তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও

হাসপাতালের চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন কালনা পৌরসভার পৌর প্রধান তপন পড়েল। তিনি জানিয়েছেন, অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।ওই বিএলও-র মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে সহকর্মী ও পরিবারে। খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। তবে ওই বিএলও-র মৃত্যুর ঘটনায় প্রবল কাজের চাপ ও প্রবল গরমে নির্বাচনী কাজের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অন্যদিকে ওই বিএলও-র মৃত্যু নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। নির্বাচন কমিশন, রাজ্য প্রশাসন এবং শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। তিনি অভিযোগ করেন, ‘নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকেই একের পর এক নতুন নিয়ম ও তার পরিবর্তনের ফলে নির্বাচন কর্মী থেকে সাধারণ ভোটার সকলের উপর মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে।’ তাঁর কথায়, ‘এই মানসিক নির্যাতনের ফলেই এমন মৃত্যু হয়েছে, এর দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে।’ তাঁর দাবি, ‘তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলই নির্বাচনকে সংঘর্ষের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। গণতন্ত্রের উৎসব আজ প্রাণঘাতী পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে।’

নির্বাচনী আবহের মধ্যে বেঁচে যাওয়া খাবার বিতরণ সহযোদ্ধার

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় ● পূর্ব বর্ধমান

পূর্ব বর্ধমানে যেমন একদিকে চলছে রাজনৈতিক দলগুলির দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের প্রচার। অপরদিকে, এই আবহের মধ্যেও সহযোদ্ধার উদ্যোগে প্রতিনিয়ত দুঃস্থ পরিবারগুলোকে বিতরণ করা হচ্ছে খাবার। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে বেঁচে যাওয়া খাবারকে সংগ্রহ করে তাঁরা বিলিয়ে দিচ্ছে প্রয়োজনীয় মানুষের জায়গায়। এদিন দুপুরে এক অনুষ্ঠান বাড়ির বেঁচে যাওয়া খাবার সমাজসেবী সত্যজিৎ দত্তর কাছে খ বর পেয়ে বর্ধমান সহযোদ্ধা সেই বেঁচে যাওয়া খাবার বর্ধমান সহযোদ্ধা গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করে। বর্ধমান সহযোদ্ধা এইরকম কর্মসূচি আগেও করেছে আগামী দিনেও অন্যান্য কর্মসূচির পাশে এই প্রকার কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে তাঁরা আরো সাধারণ দুঃস্থ পরিবারগুলির কাছে পৌঁছে যেতে চায়। বর্তমান সহযোদ্ধার আবেদন, সত্যজিৎ দত্তের মতো সমাজসেবী মানুষ আরো বেশি করে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালে, তাঁরা এই ভাবেই সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যেতে পারবে। এই বিষয়ে বর্ধমান সহযোদ্ধার পক্ষ থেকে প্রীতম সাহা এবং শেখ পিন্টু জানান, ভাত, ডাল, মিক্স ভেজ, মাংস, চাটনি ইত্যাদি খাবার বাবুরবাগ কালিতলা এলাকায় বিতরণ করেন। দুপুরের মধ্যেই এই খাবার পেয়ে খুশি ওই এলাকার পরিবারগুলি।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের!

জয়পুরে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট মিটতেই হিংসার ঘটনা ঘটল বাঁকুড়ার কোতুলপুর বিধানসভার জয়পুর থানা এলাকায়। শুক্রবার সকালে জঙ্গল পথে নিজের বাড়ি থেকে বাইকে করে জয়পুর যাওয়ার পথে আক্রান্ত হন জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি’র-সহ সভাপতি জাকির খাঁ। তাঁকে বেধড়ক মারধর করে রাস্তায় ফেলে রেখে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, কোতুলপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীর ভাইয়ের নির্দেশেই এই হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতী দল। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযুক্ত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিনভর দলের হয়ে ভোটের কাজ করেছেন তৃণমূল পরিচালিত জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি’র সহ সভাপতি জাকির খাঁ। অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালে তিনি বাইকে চড়ে জয়পুর ব্লকের শালতোড়া এলাকা থেকে জয়পুরে আসছিলেন। অভিযোগ মুরলীগঞ্জ জঙ্গলের ধারে হাটপুকুর ক্যানেল ব্রিজ এলাকায় আচমকাই কয়েকজন দুষ্কৃতীরা তাঁর বাইক থামিয়ে লাঠি সোঁটা ও রড দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করে। ঘটনায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা হিসাবে পরিচিত জাকির। অভিযোগ, অভিযুক্তরা মারতে মারতে বলছিল মৃত্যুঞ্জয় প্রতিহার জাকির কে মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন? জাকিরকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা জঙ্গলে পাতা

কুড়াতে গিয়ে জাকিরকে এভাবে আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের খবর দেয়। পরে তাঁরাই ওই তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। আঘাত গুরুতর থাকায় পরে তাঁকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহত তৃণমূল নেতার দাবি,কোতুলপুরের তৃণমূল প্রার্থী হরকালী প্রতিহারের ভাই মৃত্যুঞ্জয় প্রতিহারের নির্দেশে ওই দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুনের উদ্দেশ্যে এই হামলা চালিয়েছে। তবে বিষয়টিকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ বলে মানতে নারাজ জাকির খাঁ। এদিকে অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে গোটা ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জর প্রতিহার। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েন বিজেপি। সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাসের দাবি, ‘ভোটের জন্য যে টাকা এসেছিল সেই টাকা ভাগ বাটোরা নিয়ে কে কোথায় খরচ করেছে তার হিসাব নিকাশ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অশান্তির ঝামেলা।’

বীরভূমের ১১টি আসনেই জিতবে তৃণমূল: কাজল শেখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কেতুগ্রাম: বৃহস্পতিবার প্রথম দফার নির্বাচন শেষ হয়। সেই নির্বাচনে বীরভূম জেলায় ভোট গ্রহণ পর্বও শেষ হয়। বীরভূমের এগারোটা বিধানসভার ১১ টাতেই তৃণমূলের জোড়াফুল ফুটবে বলে দাবি করলেন কাজল শেখ। দেশের প্রধানমন্ত্রী-সহ বিভিন্ন বিজেপি নেতৃত্বকে ৪ মে বীরভূমে আমন্ত্রণ জানিয়ে কাজল শেখ বলেন, ‘আপনারা আসুন। ভোটের রেজাল্ট দেখাব ভালো হোটেলে বড় স্ক্রিন লাগিয়ে। বীরভূমের মোরব্বা খাওয়াব। আবার মোরব্বা বেঁধেও দেব।’ আত্মবিশ্বাসী হাসন কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ বিজেপির নেতাদের বীরভূমে আসার অনুরোধ করলেন। বীরভূমের তৃণমূল নেতা কাজল শেখ নিজের বড় ভাই শেখ শাহেনওয়াজের সমর্থনে শুক্রবার কেতুগ্রামের পালিটা গ্রামে ভোট প্রচারে পথসভা করেন। তিনি এদিন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যানের নাম না করে তাঁর মুখের ভাষা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘এটা যদি ওনার সংস্কৃতি হয় তাহলে কেতুগ্রামে

ওনার দলের প্রার্থী একজন মহিলা হয়ে, তিনি কি করে তাঁর দলের হয়ে প্রচার করবেন? তিনি যদি প্রচার করেন তাহলে বুঝতে হবে তিনিও ওই সংস্কৃতির মানুষ।’ শেখ শাহেনওয়াজ কেতুগ্রাম থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হবে বলে দাবি করেন কাজল শেখ। তিনি দাবি করেন, শুধু বীরভূম না, রাজ্যে এবার তৃণমূল ভালো ফল করবে। বাংলায় আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

হাসনাবাদে তৃণমূলের দেওয়াল লিখনে কাদা ছেটানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর তৃণমূলের দেওয়াল লিখন কাদা মাটি লাগিয়ে রাতের অন্ধকারে মুছে দেওয়ার অভিযোগ আইএসএফ-এর বিরুদ্ধে। হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের। যদিও আইএসএফ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের পাল্টা দাবি, ‘নিজেদের কুকর্ম ঢাকতে নিজেরাই কাদা মাটি লেপে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। যে ভাবে মাটি লাগেনো হয়েছে সেটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে, আইএসএফকে ভয় পাচ্ছে তাতেই মিথ্যা অভিযোগ করছে।’ বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে বসিরহাট উত্তর বিধানসভায়। বসিরহাট উত্তর বিধানসভার ভেবিয়া এলাকার ২২২ নম্বর বুথে তৃণমূল প্রার্থী তৌসিফুর রহমান-এর সমর্থনে দেয়াল লেখা হয়েছিল। সেই দেওয়াল বৃহস্পতিবার রাতে কে বা কারা মাটি লেপে দেয় দেওয়াল লিখনের উপর। শুরু হয় রাজনৈতিক উত্তেজনা। এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি,

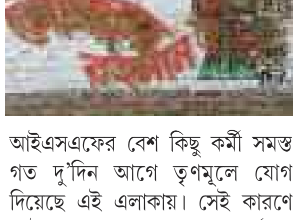

আইএসএফের বেশ কিছু কর্মী সমস্ত গত দু’দিন আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে এই এলাকায়। সেই কারণে আইএসএফের অন্যান্য সমর্থকরা রাগের বশবর্তী হয়ে দেওয়াল লিখনটা মুছে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তৌসিফুর রহমান জানান, ‘রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে রাজনৈতিক লড়াই করা উচিত। হার জিত সামনা সামনি হোক। কিন্তু রাতের অন্ধকারে যারা এই কাজ করেছে তারা রাজনীতিতে কাপুরুষ। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকা পুলিশ প্রশাসন অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিক।’ যদিও এই বিষয়ে বসিরহাট উত্তর বিধানসভার আইএসএফ প্রার্থী মুসা কারিমুল্লা বলেন, ‘এটা তৃণমূলের চক্রান্ত। নিজেরা করে আমাদের উপর দোষ দিচ্ছে।’

প্রচারে বেরিয়ে ক্ষোভের মুখে পাণ্ডুয়ার তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুক্রবার প্রচারে গিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়লেন হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা। বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে এলাকা। নির্বাচনের মুখে তৃণমূলকে কটাক্ষ সিপিএম, বিজেপির। এদিন সকালে পাণ্ডুয়ার দাসপুর পঞ্চায়েতের দাতসর গ্রামে প্রচারে যান তৃণমূল প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী। সেই সময়ে গ্রামের কিছু বাসিন্দা প্রার্থীকে সামনে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রামের ৫০ মিটার রাস্তার কাজ হয়নি, অথচ দেখা যাচ্ছে খাতায়-কলমে কাজ হয়ে গিয়েছে। বর্ষা এলেই এক হাঁটু করে জল জমে যায়। হাঁটাচলা করা যায় না। নিকাশি না থাকায় বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে যায়। পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। দিনে তিনবার জল দেয় কিন্তু সেটাও বন্ধ ছিল। ভোটারদের কাছ থেকে অভিযোগ শুনেই পঞ্চায়েতের প্রধানকে ডেকে পাঠান তৃণমূল প্রার্থীর সমীর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ‘আমি দেখছি কোথাও পানীয় জলের সমস্যা আছে, কোথাও রাস্তার সমস্যা রয়েছে। এটা বিক্ষোভ নয়, গ্রামবাসীরা তাদের অভিযোগ জানাচ্ছে। রাস্তাটা কেন হয়নি? একটা অংশ কেন বাকি রয়েছে? পঞ্চায়েতের প্রধানের দেখার কাজ। তাঁদের উপরে আমি তদারকি করব। আমি ওঁদের অভিভাবকের মতো। তাঁরা আমাকে আবদারের সুরে বলেছেন।’ পঞ্চায়েতে প্রধান করুণা ক্ষেত্রপাল বলেন, ‘এই রাস্তা আমার পাড়া, আমার সমাধান কর্মসূচিতে ধরা রয়েছে। ভোট মিটলেই রাস্তার কাজ করা হবে।’ যদিও বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিরোধী শিবির। পাণ্ডুয়ার সিপিএম প্রার্থী আমজাদ হোসেন বলেন, ‘গোটা ব্লকের রাস্তা, পানীয় জলের অবস্থা বেহাল। মানুষ আর তৃণমূলকে বিশ্বাস করে না। ১৫ বছর ধরে এরা শুধু কাটমানি খেয়েছে।’ বিজেপি প্রার্থী তুষার মজুমদার বলেন, ‘সোনার পাণ্ডুয়াকে শেষ করে দিয়েছে। মানুষের সঙ্গে রাজনীতি করছে। রাস্তা যেমন ধ্বংসের পথে গিয়েছে, মানুষকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে।’

অপূর্ব চৌধুরীর সমর্থনে রোড শো ইউসুফ পাঠানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: ভারতীয় বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা সাংসদ ইউসুফ পাঠানের উপস্থিতিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য রোড শো। শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরীর সমর্থনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস, সমর্থন ও ভালোবাসার বাঁধভাঙা জোয়ার ছিল চোখে পড়ার মতো। রোড শোকে ঘিরে রাস্তার দু’ধারে অগণিত মানুষের ভিড় জমে যায়। হাতে দলীয় পতাকা, মুখে স্লোগান সব মিলিয়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয় গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে এবং প্রার্থীর প্রতি তাঁদের সমর্থন ও ভালোবাসা জানাতে ভিড় করেন রাস্তার দুই ধারে ও রোড শো’য়ে। এদিন অপূর্ব চৌধুরী করজোড়ে মানুষের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, ‘মানুষের এই ভালোবাসা ও সমর্থনই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। গণদেবতার প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।’ তিনি আরও জানান, মানুষের পাশে থেকে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর মূল লক্ষ্য। আসন্ন নির্বাচনে তিনি বিপুল সমর্থন পাবেন বলেও আশাবাদি।

বাঁকুড়ায় ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে মোড়া স্ট্রংরুমে বন্দি জনতার রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট গ্রহণ শেষ। নজিরবিহীনভাবে বাঁকুড়া জেলায় এই নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৯০ শতাংশের উপর। আপাতত ইভিএম বন্দী বাঁকুড়া জেলার ১২টি বিধানসভার ৯৯জন প্রার্থীর ভাগ্য। গতকাল রাতেই বাঁকুড়া জেলার সমস্ত বুথ থেকে ইভিএম পৌঁছে গেছে বাঁকুড়া জেলার আরসি সেন্টারে। সেখান থেকে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, খাতড়া আদিবাসী কেন্দ্র ও বিষ্ণুপুর কে জি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তৈরি পৃথক ৩টি স্ট্রংরুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইভিএমগুলিকে। ভোটগ্রহণের মতোই এবার নিরাপত্তার কড়া বন্দোবস্ত রয়েছে স্ট্রং রুমগুলিতেও। যে চত্বরগুলিতে স্ট্রং রুম করা হয়েছে তার চারিদিক ঘিরে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দুটি বলয়। স্ট্রংরুমের চত্বরের বাইরে নিরাপত্তার পৃথক একটি বলয় রয়েছে রাজ্য পুলিশের। স্ট্রংরুম ও তার আশাপাশ মুড়ে দেওয়া হয়েছে সিসি ক্যামেরায়। ২৪ ঘণ্টা সেই সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালাচ্ছেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা।

শুক্রবার সকালে উত্তরপাড়ার কাঠালবাগান বাজারে একটি চায়ের দোকানে প্রচারে উত্তরপাড়ার সিপিআইএম প্রার্থী মীনাক্ষি মুখার্জী।

আউশগ্রামের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে গোরুর গাড়িতে চেপে অভিনব প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আউশগ্রাম কেন্দ্রে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ তুঙ্গে। সেই আবহেই বৃহস্পতিবার বিকালে আউশগ্রামের অভিরামপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের সমর্থনে একটি বড় মিছিল সংগঠিত হয়। দলীয় পতাকা ও ব্যানার হাতে নিয়ে মিছিলে পা মেলান বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক। মিছিলটি অভিরামপুর বাজার এলাকা পরিক্রমা করে। এদিন গোরুর গাড়ি চেপে অভিনব প্রচার করতে দেখা যায় কর্মী, সমর্থকদের। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ আব্দুল লালন এবং এড়াল অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি রঞ্জিত মণ্ডল-সহ অনান্যরা। শেখ আব্দুল লালনের দাবি, ‘রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী এইসব উদ্যোগই মানুষের আস্থা অর্জন করেছে, আর সেই কারণেই মিছিলে স্বতঃস্ফূর্ত ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।’ সেই উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতেই শ্যামাপ্রসন্ন লোহারকে পুনরায় জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

রাজনৈতিক হানাহানি রুখতে শান্তির বার্তা সাইকেল আরোহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দলাদলি ভুলে শান্তির ডাক দিলেন এক সাইকেলে আরোহী। তাঁর সাইকেলেই তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম। তাঁর এই কাণ্ড দেখে অবাক গোটা বর্ধমান। ভোট যুদ্ধের মাঝেই শান্তির সাইকেল বলে দাবি শহরবাসীর। হিংসা নয়, বার্তা সৌজন্যের,

রাজনৈতিক হানাহানি রুখতে শান্তির বার্তা। সাইকেলে তিন দলের পতাকা নিয়ে বর্ধমানের রাস্তায় সাইকেল নিয়ে ঘুরছেন যুবক। তিন পতাকায় শহর কাঁপানো তার প্রচার। রাজ্যে যখন ভোটের পারদ চড়ছে। দিকে দিকে রাজনৈতিক তরজা আর সংঘাতের খবর শিরোনামে আসছে, ঠিক তখনই এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ছবি

ধরা পড়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে। সৌজন্যের রাজনীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বার্তা নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন শহরেরই এক সচেতন যুবক। তিন পতাকায় এক সাইকেল। বর্ধমান শহরের ব্যস্ত রাজপথ থেকে শুরু করে অলিগলি সর্বত্রই এখন পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন এই যুবক। তার সঙ্গী শুধু একটি পুরনো সাইকেল। কিন্তু সেই সাইকেলের হ্যান্ডেলে বাঁধা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি এবং সিপিএম,রাজ্যের প্রধান তিন যুযুধান শিবিরের দলীয় পতাকা। আপাতদৃষ্টিতে যা বৈপরীত্য মনে হলেও, ওই যুবকের কাছে এটি রাজনৈতিক সহাবস্থানের এক শক্তিশালী প্রতীক।

নেতা নয়, দায়ী নীচুতলার অশান্তি। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ওই যুবক স্পষ্ট জানান, তাঁর লক্ষ্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। তিনি বলেন, সব দলই ভালো, তাদের আদর্শ আলাদা হতে পারে। প্রত্যেক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নিজের জায়গায় ঠিক থাকেন। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় নীচুতলার কিছু কর্মী-সমর্থকদের উগ্র মানসিকতায়। তাদের দলাদলি আর রাজনৈতিক হিংসার কারণে রক্ত ঝরে। মায়ের কোল খালি হয়, অকালে শেষ হয়ে যায় সাজানো সংসার। হিংসা মুক্ত ভোটের ডাক। ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হতেই যখন উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, তখন এই যুবকের আবেদন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে মানুষ নিজের পছন্দমতো ভোট দেবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ভোট যেন কোনোভাবেই প্রতিবেশী বা বন্ধুর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। শহরের বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং সামাজিক শান্তির এই বার্তা রাজনৈতিক কর্মীদের মনে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা সময়ই বলবে। তবে ভোট-যুদ্ধের বাজারে এই অরাজনৈতিক লড়াই যে বর্ধমানবাসীর মন জয় করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নাবালিকা ও মাকে অপহরণ, ১২ দিন গণধর্ষণের অভিযোগে বাবা -সহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা

পানিপত, ২৪ এপ্রিল: হরিয়ানার পানিপতে নাবালিকা মেয়ে ও তার মাকে অপহরণ করে টানা ১২ দিন গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় নাবালিকার বাবা-সহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। শুক্রবার এই বিষয়ে জানা গিয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ১৬ বছর বয়সী ওই নাবালিকার বাবা তাঁর ব্যবসায়িক সঙ্গী সুরেন্দ্রর ছেলে সুনীলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নাবালিকা হওয়ায় মা ও মেয়ে সেই প্রস্তাবে আপত্তি জানান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বাবা সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মা-মেয়েকে অপহরণের ছক কষেন বলে অভিযোগ। পরে অভিযুক্তরা কৌশলে মা-মেয়েকে পানিপতের সঞ্জয় চকে ডেকে এনে জাটাল রোডের একটি ভাড়া ঘরে নিয়ে যায় এবং আটক করে রাখে। অভিযোগ, সেখানে নাবালিকার উপর একাধিকবার ধর্ষণ চালানো হয় এবং তাঁর মাকেও যৌন নির্যাতন করা হয়।

এরপর তাঁদের রোহতক জেলার লাখন মাজারায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে আরও কয়েকজন অভিযুক্ত যোগ দিয়ে টানা ১২ দিন ধরে মা-মেয়ের উপর গণধর্ষণ চালায় বলে অভিযোগ। সুযোগ পেয়ে মা-মেয়ে কোনও ভাবে অভিযুক্তদের কবল থেকে পালিয়ে বাড়ি ফেরেন। অভিযোগ, এরপর প্রধান অভিযুক্ত সুনীল ও তাঁর সঙ্গীরা আত্মীয়ের বাড়িতেও গিয়ে তাঁদের মারধর করেন এবং জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে তাঁরা পালিয়ে যান।

আহত মা ও মেয়েকে সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, থানায় গেলেও প্রথমে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়নি। পরে পুলিশ সুপারের নির্দেশে সেক্টর-২৯ থানায় মামলা রুজু করা হয়। শুক্রবার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন, নিপীড়িতের অভিযোগের ভিত্তিতে সাতজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। পকসো আইন, অপহরণ, অবৈধ ভাবে আটক ও গণধর্ষণ,সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে নাবালিকার বাবা সুরেন্দ্র, সুনীল, কমলেশ, স্বপ্না, দীপক এবং রণবীর সিং। যদিও সব অভিযুক্তই পলাতক এবং পুলিশ তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

ইরান ভ্রমণে জারি ভারতের নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ার অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জেরে ভারতীয় নাগরিকদের ইরান ভ্রমণের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করল ভারত সরকার। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে আকাশপথ বা স্থলপথ, কোনও মাধ্যমেই ভারতীয়দের এই মুহূর্তে ইরানে যাওয়া উচিত নয়।

বিদেশ মন্ত্রকের অ্যাডভাইজরি অনুযায়ী, ইরানের জন্য সীমিত সংখ্যায় বিমান চলাচল শুরু হলেও সে দেশের আকাশসীমায় এখনও অনেক বিধিনিষেধ জারি রয়েছে। বিমান পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকায় যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি বড় ঝুঁকির মুখে। তাই পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নাগরিকদের ইরান সফর এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে যে, বর্তমানে যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক ইরানে অবস্থান করছেন, তাঁরা যেন যত দ্রুত সম্ভব দেশ ত্যাগ করেন। তাঁদের নিরাপত্তার খাতিরে নির্ধারিত স্থলপথ ব্যবহার করে নিরাপদে ফেরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, কোনও সীমান্ত পার হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যেন অবশ্যই যোগাযোগ ও সমন্বয় রাখা হয়। এতে নাগরিকদের সরিয়ে আনার প্রক্রিয়াটি নিরাপদ এবং সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

নেপালে খাদে উত্তরপ্রদেশের তীর্থযাত্রীদের বাস, মৃত ২

মহারাজগঞ্জ/লখনউ, ২৩ এপ্রিল: নেপালে তীর্থ করতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলার ২০ জন তীর্থযাত্রী। বৃহস্পতিবার নেপালের পিউঠান জেলার স্বর্গদ্বারী মন্দিরের কাছে তীর্থযাত্রীবোঝাই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এক নারী ও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন চালক-সহ বাকি ১৮ জন।

মহারাজগঞ্জের জেলাশাসক সন্তোষ কুমার শর্মা জানিয়েছেন, জেলার সদর তহসিলের সেবা রাজা গ্রামের ২০ জন বাসিন্দা নেপালে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার সময় তাঁরা নেপালের একটি বাসে সওয়ার ছিলেন। ঘটনায় ৩০ বছর বয়সী নির্মা মৌর্য এবং কাব্যা মৌর্য নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে নেপালের লুম্বিনী সিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১০টি অ্যাম্বুলেন্স (যার মধ্যে ৪টি অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট সুবিধাযুক্ত) এবং একটি মেডিকেল টিমকে নেপালে পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন তিনি। আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে সব ধরনের সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, আহতদের ফিরিয়ে আনতে এসডিএম (নৌতনবা) নবীন প্রসাদকে দুর্ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে এবং এডিএম সোনৌলি সীমান্তে ক্যাম্প করে নেপাল প্রশাসনের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখছেন।

যৌথ অভিযানে পাকিস্তানে ২২ জঙ্গি হত

ইসলামাবাদ, ২৪ এপ্রিল: পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের খাইবার জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযানে ২২ জন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে বলে দাবি করেছে সে দেশের সেনাবাহিনী।

শুক্রবার পাকিস্তানের আইএসপিআর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ২১ এপ্রিল গোপন সূত্রের ভিত্তিতে এই অভিযান শুরু হয়। সেনা, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়। আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভিযানের সময় নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াই হয়। এই সংঘর্ষে ২২ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এক ১০ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। অভিযানস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করেছে সেনাবাহিনী। বর্তমানে ওই এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে বর্তমানে আজম-এ-ইস্তেহকাম নামে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চলছে। খাইবার জেলা আফগান সীমান্তবর্তী ঐতিহাসিক খাইবার পাসের নিকটবর্তী অঞ্চল, যা অতীতে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও সামরিক পথ হিসেবে পরিচিত। সব মিলিয়ে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

নেপালের গণতন্ত্র দিবসে প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শুভেচ্ছা না-জানানোয় বিতর্ক

কাঠমান্ডু, ২৪ এপ্রিল: নেপালে শুক্রবার ২০তম গণতন্ত্র দিবস পালন করছে। তবে এই বিশেষ দিনে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ এবং শাসক দলের শীর্ষ নেতা রবি লামিছানের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছা বার্তা না-আসায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা ও বিতর্ক।

নেপালে প্রতি বছর ২৪ এপ্রিল গণতন্ত্র দিবস পালন করা হয় ২০০৬ সালের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের স্মরণে। ওই আন্দোলনের পর তৎকালীন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে এবং দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা হয়। তৎকালীন সময়ে রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহ ঘোষণা করেছিলেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস নেপালের জনগণ এবং জনআন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে প্রতিনিধি সভা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। এর মধ্য দিয়েই দেশে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

পরবর্তীতে গণআন্দোলনের পর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে দুটি সংবিধান সভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত সংবিধান সভা ২০১৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নেপালকে আনুষ্ঠানিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে নতুন সংবিধান প্রদান করে। এর ফলে দেশটি পূর্ণাঙ্গ ফেডারেল কাঠামোয় প্রবেশ করে।

এরপর থেকে নেপালে কেন্দ্র, প্রদেশ এবং স্থানীয় স্তরে দুই দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে দেশটি ফেডারেল ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দ্রুত ত্রাণ ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্র, প্রদেশ ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় কার্যকর ভূমিকা পালন করছে বলে প্রশাসনিক মহল দাবি করেছে।

২০০৬ সালের গণআন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের স্মরণে প্রতি বছর ২৪ এপ্রিল গণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করা হয়। সাধারণত এই দিনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশ করা হয়। তবে এবছর শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বার্তা না-আসায় বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

রাজস্থানের লু'র দাপটে পুড়ছে মধ্যপ্রদেশ

১১ জেলায় জারি চরম সতর্কতা

ভোপাল, ২৪ এপ্রিল: রাজস্থান থেকে আসা তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত মধ্যপ্রদেশ। ভোপাল, জবলপুর, উজ্জয়িনী, নর্মদাপুরম এবং সাগর বিভাগের একাধিক শহরে কার্যত লু বইতে শুরু করেছে। শুক্রবারও রাজ্যের ১১টি জেলায় 'হিট ওয়েভ' বা তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। পরিস্থিতি বিবেচনা করে নর্মদাপুরমে স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিওয়ারি, টিকমগড়, ছতরপুর, রাইসেন, নর্মদাপুরম, ছিন্দওয়ারা, সিওনি, রতলাম, ঝাবুয়া, ধার এবং আলিরাজপুর জেলায় তীব্র লু বইতে পারে। গত বৃহস্পতিবার রাজ্যের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। ৪৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নিয়ে নর্মদাপুরম ছিল রাজ্যের উষ্ণতম শহর। এছাড়া খজুরাহো (৪৩.৪ ডিগ্রি), নওগাঁও (৪৩ ডিগ্রি), সিধি (৪২.৬ ডিগ্রি) এবং দমোহ-সাগর-টিকমগড়ে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে। বড় শহরগুলির মধ্যে জবলপুরে ৪১.৬ ডিগ্রি, ভোপালে ৪১ ডিগ্রি এবং গোয়ালিয়রে ৪০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

দিনের পাশাপাশি রাতেও গরম থেকে রেহাই মিলছে না। ভোপালসহ একাধিক শহরে রাতের তাপমাত্রা ২৫ থেকে ২৭ ডিগ্রির মধ্যে থাকছে। নর্মদাপুরমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রিতে পৌঁছে যাওয়ায় সেখানে 'ওয়ার্ম নাইট' বা উষ্ণ রাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যখন রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪.৫ থেকে ৬.৪ ডিগ্রি বেশি হয় এবং দিনের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির ওপরে থাকে, তখনই তাকে 'ওয়ার্ম নাইট' বলা হয়।

তবে এই হাঁসফাঁস করা গরম থেকে কিছুটা স্বস্তির খবরও দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে এপ্রিলের শেষ দিকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। আগামী ২৭ এপ্রিল গোয়ালিয়র, মোরেনা, সিওনি, বালাঘাট এবং মন্দলা-সহ বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারত মহাসাগরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী 'ইউএসএস জর্জ এইচডব্লিউ বুশ'

ওয়াশিংটন, ২৪ এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনার মধ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর বিমানবাহী রণতরী 'ইউএসএস জর্জ এইচডব্লিউ বুশ' হিন্দ মহাসাগরে পৌঁছেছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, ২৩ এপ্রিল জাহাজটি তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অঞ্চলে প্রবেশ করেছে।

এই রণতরীটি নিমিত্জ শ্রেণির এবং পারমাণবিক শক্তিচালিত। মার্কিন সামরিক বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, এটি দীর্ঘ সময় ধরে জ্বালানি ছাড়াই অভিযান চালাতে সক্ষম এবং একাধিক যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার বহন করতে পারে। বর্তমানে পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। এর অংশ হিসেবে 'ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন' আরব সাগরে এবং 'ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড' লাল সাগরে মোতায়েন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে 'ইউএসএস বুশে'র আগমনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা সূত্রে জানা গিয়েছে, জাহাজটি আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত 'কেপ অফ গুড হোপ' ঘুরে হিন্দ মহাসাগরে পৌঁছেছে। লাল সাগর ও বাব-এল-মান্দেব জলডমরুমধ্যের ঝুঁকি এড়াতেই এই পথ নেওয়া হয়, যেখানে হুথি বিদ্রোহীদের উপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মহল বলছে, এই ধরনের মোতায়েনের উদ্দেশ্য হল অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর নজরদারি বাড়ানো এবং প্রয়োজন হলে দ্রুত সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি রাখা।

বিশ্লেষকদের মতে, একসঙ্গে একাধিক বিমানবাহী রণতরীর উপস্থিতি অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিতে পারে। ইরান এবং তার মিত্র গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে চলমান পরিস্থিতির মধ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৬/১৩, তারিখ ঃ ২৪.০৪.২০২৬। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৪৬২৬৩০৯৩	১৫.০৫.২০২৬	কাপলিং সকেট অ্যাসেম্বলি-এর জন্য র‍্যাচেট অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি	২৩৪৬ টি	৭,৬০,৩৫০
২	এইচবি ২৪৭৫৩১ডি	১১.০৫.২০২৬	প্রতিটি ৫ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন অটো-ম্যাটিক সিলিং মাউন্টেড মডিউলার ফায়ার এক্সটিংগুইশার ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ	৭৫টি	১,৫৬,৬৭০
৩	২৯২৬৩৮১৫	০৮.০৫.২০২৬	ল্যাবাইরিস্থ ও বেয়ারিং ক্যাপ (ডিই)-এর সেট	২০৩১ সেট	১০,৭৬,০২০
৪	২৯২৬১৩১৯	১১.০৫.২০২৬	মোটর সহ মেইন কম্প্রেসার (অয়েল লুব্রিকেটেড)	১২ মি.	২,০১,১৯০
৫	২৯২৬৩৮১৬	১২.০৫.২০২৬	ল্যাবাইরিস্থ এবং বেয়ারিং ক্যাপ ও ক্ল্যাম্প প্লেট (এনডিই)-এর সেট	১৭৭১ সেট	১৫,৯০,৫১০
৬	২৯২৬১৩১৭	১৩.০৫.২০২৬	গ্রসর‍্যাড মেইন গিয়ার, ১০৭ টিথ	২২১টি	৬,০৭,৭৭০
৭	২৯২৬০০৩১	১৫.০৫.২০২৬	এমএসইউ টিউব ইত্যাদির জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বেয়ারিং-এর সেট	৯৯১ সেট	১২,৪৩,৬৩০
৪	আইএফ ২৫৬১৮৩বি	১৮.০৫.২০২৬	ফ্রিকশন বাফার স্টপ-এর ডিজাইন, সরবরাহ ও কার্যনিয়োগ (সিনি. ডিএমএম/সিকেপি-র অফিসে ২৮.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টায় প্রি-বিড কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে)	২২টি	৩,৯৯,৭৮০
৯	আইএফ ২৬৫৪১৮	১৮.০৫.২০২৬	ইন্টার‍্যাকটিভ কিয়স্ক	৬৮ সেট	১,৩৩,১৯০
১০	এইচবি ২৬৫৭৩৫	১১.০৫.২০২৬	ইঞ্জে. ইনসুলিন ডিগ্লুডেক ৭০% + ইনসুলিন অ্যাসপার্ট ৩০%, ১০০ আইইউ/মিলিলি., ৩ মিলিলি. কার্ট্রিজ ইত্যাদির চালু চুক্তি	৫৫৫৬	১,১৫,৫১০
১১	আইএফ ২৫৫৯২৯	২০.০৫.২০২৬	এলটি ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল সরবরাহ	০৭ সেট	১,২২,৫১০
১২	৩৩২৬৩৩০৪	০৫.০৬.২০২৬	এলএইচবি কোচের জন্য ৭০ বর্গ মিমি আর্থিং কেবল কমপ্লীট ইত্যাদি	২৯৪০০ টি	৩,০৬,৫৯০
১৩	৩০২৬৩০৩৭	০৩.০৬.২০২৬	লেভেলিং ভাল্ভ ইত্যাদি	১১১০টি	১,০৪,৮৪০
১৪	৩০২৬৩০০৬	২৭.০৫.২০২৬	হাইট্রেল আপার ওয়াশার ইত্যাদি	২৮১৮টি	১,১১,৪০০
১৫	৩০২৬৩০৮৭	২৯.০৫.২০২৬	সিবিসি ফিটেড-এর সহায়ক যন্ত্র ইত্যাদি	৩২৩টি	১,২১,৯৬০
১৬	৬০২৬০১৩০	১১.০৫.২০২৬	পিএসসি স্লিপারের উপর বিজি ৬০ (ইউআইসি)/৬০ই১-এর জন্য গ্লুড ইন্সুলেটেড রেল জয়েন্টের ফিস প্লেট প্রস্তুত ও সরবরাহ	৪২১০ টি	১,৮৫,৩০০
১৭	৬০২৬৫১৪২	২০.০৫.২০২৬	প্রিস্ট্রেসড কংক্রীট স্লিপার (প্রিটেনসনড টাইপ) ইত্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ	১৫০০ সেট	১৫,৬০,৭৮০
১৮	৩৩২৬৫০০৩	৩০.০৪.২০২৬	এলএইচবি নন-এসি চেয়ার কার কোচগুলির জন্য সীট ইত্যাদি	১০ সেট	২,৪৩,৯৭০
১৯	৫০২৫১৬৫৯ বি	১২.০৫.২০২৬	সলিড পলিথিন ইন্সুলেটেড ফুললি ফিলড্, পলিথিন শীথড আন্ডারগ্রাউন্ড টেলিকম কেবল্ ইত্যাদি	১৫ কিমি.	১,৪৭,৭৬০
২০	২৯২৬১৩১৮	১৮.০৫.২০২৬	কনভার্টার ট্রান্সফর্মারের জন্য অয়েল কুলার রেডিয়েটর	১২৩ টি	১২,৫৬,০৫০
২১	৩৮২৬৩৩৩৮	১৮.০৫.২০২৬	আপ-গ্রেডেড এইচটি-সিবিসি-এর জন্য ইয়োক পিন	১০৪৯০ টি	২,৯০,৬৪০
২২	৩৮২৬৪০৪২	২০.০৫.২০২৬	এলডব্লুএলএইচ ২৫টি বগির জন্য নেস্টেড স্নাবার স্প্রিং আউটার ও ইনার-এর সেট	১১৫৩ সেট	১,১৮,৩৭০
২৩	৩৮২৬৩৯১৯	২৭.০৫.২০২৬	বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য ফ্লোর চ্যানেল (স্ট্রিংগার ইনার)	৪০৮৩ টি	১,১০,৮১০
২৪	৩৮২৬৩৩৬৫	২৯.০৫.২০২৬	ডাবল অ্যাক্টিং অটোম্যাটিক স্ল্যাক আডজাস্টার সহ ব্রেক সিলিন্ডার ১১"	৩২৫ টি	২,৭২,৪৮০
২৫	৩৮২৬৩০০৩	০৮.০৬.২০২৬	ক্লাস ই সিটিআরবি-এর জন্য এনইআই নির্মিত "ব্যাকিং রিং"	৪৪৪০ টি	১,৩৬,২২০
২৬	৩৮২৬৩৯১৭	০১.০৬.২০২৬	বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য ক্রিব/এন্ড অ্যাঙ্গেল	৬৮০০ টি	২,০৫,৪১০
২৭	২৯২৬৩২৫৫	১৫.০৫.২০২৬	এনআই-সিডি ব্যাটারি, ক্ষমতা ১৯৯ এএইচ সি৫এ	১৩৮ সেট	১৮,৪০,১৬০
২৮	২৯২৬৩০৬১	২০.০৫.২০২৬	ডব্লুএজি ৯ লোকো-র জন্য ফিল্টার অ্যাসেম্বলি-র সেট	৮৫ সেট	৪,৭৪,৪২০
২৯	২৯২৬১৩১৪	২১.০৫.২০২৬	৩ ফেজ লোকোর জন্য মোটর সাসপেনশন ইউনিট	৫৪১ সেট	১৯,৯০,২৫০
৩০	২৯২৬০০১৬	২২.০৫.২০২৬	হাই টেনসাইল ট্রানজিশন সি.বি. কাপলার	২৪০টি	৫,৪০,৭১০
৩১	২৫২৫৩৭২১	২৮.০৫.২০২৬	লোকো ক্যাব মিটারের সেট	৩৯ সেট	১,১৩,৫১০
৩২	২৫২৬৩৬২২	০৯.০৬.২০২৬	মাক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক ইলেক্ট্রনিক স্পীড কাম এনার্জি মনিটরিং সিস্টেম	১৮টি	১,০৫,০১০

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এবং তৎপরবর্তী প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-88)**

"ফর্ম নং আইএনসি - ২৬"
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
করুণা-শিচেন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন
(CIN: U88900WB2025NPL277997)
রেজিস্টার্ড অফিস সুকান্তপল্লী, বোরাল রোড, মায়া অ্যাপার্টমেন্টের নিকট, বোরাল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫৪, ভারত সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির **মঙ্গলবার ৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে** অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে বিহার রাজ্যে"** স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে** বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, **কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫,** ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে এবং একটি কপি নিম্নে উল্লিখিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
সুকান্তপল্লী, বোরাল রোড, মায়া অ্যাপার্টমেন্টের নিকট, বোরাল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫৪, ভারত
করুণা-শিচেন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন এর পক্ষে
স্বা/-
নাগাওয়াং তেনজিং
(ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ : ২৪.০৪.২০২৬
ডিন : ১১৩৫০০৫১

ময়দান

আইএসএল নিয়ে 'জিনিয়াস 'স্পোর্টস'-এর বড় পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলকে বিশ্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন, আইএসএল-এর সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্লাব এবং গ্লোবাল স্পোর্টস টেকনোলজি লিডার 'জিনিয়াস স্পোর্টস' -এর মধ্যে এক মেগা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল একটাই;আইএসএলের দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ এবং বাণিজ্যিক উন্নতি। জিনিয়াস স্পোর্টস তাদের উন্নত প্রযুক্তি, ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং বাণিজ্যিক দক্ষতার মাধ্যমে লিগটিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা বা ব্রাজিলিয়ান লিগের মতো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে তুলে ধরার প্রস্তাব দিয়েছে।

জিনিয়াস স্পোর্টস বিশ্বের অন্যতম সেরা ডেটা এবং টেকনোলজি পার্টনার। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, গুচ্ছ্র থেকে শুরু করে বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে ৭০০-র বেশি স্পোর্টস অর্গানাইজেশনের সাথে তারা কাজ করে।

বৈঠকে তারা জানিয়েছে, লিগের পরিকাঠামো মজবুত করতে তারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই চালিত রেফারিং এবং অফিশিয়েটিং টুলস আনতে চলেছে। এর ফলে রেফারিংয়ে যেমন স্বচ্ছতা আসবে, তেমনই ভুলভ্রান্তিও কমবে। পাশাপাশি, ফ্যান এনগেজমেন্ট বাড়িয়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সমর্থকদের জন্য একদম নতুন এবং ইমার্সিভ অভিজ্ঞতা তৈরি করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

তবে শুধু প্রযুক্তিগত উন্নতিই নয়, ক্লাবগুলোর আর্থিক স্থায়িত্বের দিকটিও এই বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। জিনিয়াস স্পোর্টস এমন একটি 'রেভিনিউ শেয়ারিং মডেল' বা রাজস্ব বণ্টনের প্রস্তাব দিয়েছে, যেখানে লিগের ভবিষ্যৎ আয়ের একটা বড় অংশ ক্লাবগুলোর হাতে পৌঁছাবে। এবং সেই অর্থ ভারতীয় ফুটবলের সার্বিক ইকোসিস্টেমে পুনর্বিনিয়োগ করা হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে সম্প্রচার এবং প্রোডাকশন কোয়ালিটি বাড়িয়ে স্পনসরদের কাছে আইএসএল-কে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার ছক কষা হয়েছে এই ব্লু-প্রিন্টে।

এই নতুন প্রস্তাব নিয়ে দারুণ আশাবাদী কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার তাঁর বার্তায় জানিয়েছেন, 'জিনিয়াস স্পোর্টস-এর পার্টনারশিপের মাধ্যমে আয়ের যে নতুন পথগুলো দেখানো হচ্ছে, তা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছে।

ব্যর্থ সুদর্শনের শতরান! সেঞ্চুরি না পেয়েও ম্যাচের রাজা বিরাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে শুক্রবার দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রতিপক্ষ ব্যাটারের ঝকঝকে সেঞ্চুরি সত্ত্বেও ম্যাচের শেষে দর্শকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন বিরাট কোহলি। শতরান না পেলেও তাঁর ৮১ রানের দুরন্ত ইনিংসই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে এনে দিল গুরুত্বপূর্ণ জয়। দলের প্রয়োজনে শুরু থেকেই দায়িত্ব নিয়ে খেললেন তিনি, আর সেই কারণেই ব্যক্তিগত মাইলফলকের থেকে দলীয় সাফল্যকেই বেশি গুরুত্ব দিলেন।

ঘরের মাঠে আগের ম্যাচে হারের পর বেশ চাপেই ছিল বেঙ্গালুরু শিবির। ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে সমালোচনা চলছিল জোরকদমে। তার উপর দলে কিছু পরিবর্তন এবং কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারের অনুপস্থিতিও চিন্তার কারণ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে গুজরাটের বিরুদ্ধে নামার আগে অনেক প্রশ্ন ঘুরছিল দলকে ঘিরে। কিন্তু সেই সব সংশয়ের জবাব দিলেন কোহলি নিজের ব্যাটে।

টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক রজত পাতিদার। গুজরাটের হয়ে ওপেন করতে নেমে সাই সুদর্শন দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন। মাত্র ৫৮ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করে তিনি দলের বড় রানের ভিত গড়ে দেন। গত মরশুমে অসাধারণ ফর্মে থাকা এই ব্যাটার এবারের প্রতিযোগিতায় এখনও ছন্দে ফিরতে পারেননি, কিন্তু এদিন সেই অপেক্ষার অবসান হল। যদিও তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেননি অন্য ব্যাটাররা। অধিনায়ক শুভমান গিল কিছুটা চেষ্টা করলেও বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ হন। জস বাটলারও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। শেষদিকে জেসন হোল্ডারের ঝোড়ো ক্যামিওর সুবাদে গুজরাট ২০০ রানের গণ্ডি পার করে ২০৬ রানে পৌঁছয়।

বেঙ্গালুরুর বোলারদের মধ্যে অভিজ্ঞ ভুবনেশ্বর কুমার আবারও নিজের দক্ষতার প্রমাণ দেন। চার ওভারে মাত্র ৩১ রান দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন তিনি। চাপের সময়ে তাঁর নিয়ন্ত্রিত বোলিং দলকে ভরসা দেয়।

২০৬ রানের লক্ষ্য এই মাঠে অসম্ভব নয়, কিন্তু এবারের চিন্নাস্বামীর পিচ আগের মতো একতরফা ব্যাটিং সহায়ক নয়। রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারায় বেঙ্গালুরু। জ্যাকব বেথেল দ্রুত ফিরলেও এরপর ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন কোহলি ও দেবদত্ত পাড়িক্কল। দু'জনে মিলে দ্বিতীয় উইকেটে ১১৭ রানের দুর্দান্ত জুটি গড়েন।

AGI GREENPAC
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
(পূর্বতন এইচএসআইএল লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন : +৯১ ৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের নথিতথ্যের শেয়ার স্থানান্তরের অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তির বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা সেবি সার্কুলার HO/38/13/11(2)2026- MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ অনুযায়ী নথিতথ্যের শেয়ারসমূহ স্থানান্তরের পুনর্নথিভুক্তকরণের সুবিধার জন্য এক বছরের মেয়াদে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত এক বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
নথিতথ্যের আকারে ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বের যেসকল শেয়ার বাতিল/ফেরত/অব্যবস্থিত নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্যভাবে খামতির কারণে সেগুলি আবার পুনর্নথিভুক্তিকরণ হবে ভুল সংশোধনের পর স্থানান্তর এর নথিভুক্তির জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা লি., ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১ দ্বারা।
স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি কেবল ডিমাট আকারে ইস্যু করা হবে সংশ্লিষ্ট সকল নথি যথাযথ থাকা সাপেক্ষে আরটিএ স্বীকৃত হওয়া সাপেক্ষে এবং সেগুলি এক বছরের জন্য স্থানান্তর নথিভুক্তির তারিখ থেকে লেনদেন করা যাবে না।

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং : এ৩০৯২৬
স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ২৪ এপ্রিল ২০২৬

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

শ্রেয়া পাণ্ডে ● তৃণমূল প্রার্থী

উত্তরাধিকার বনাম পরিবর্তনের লড়াই এবার জমে উঠেছে মানিকতলা বিধানসভার ভোটে

তাপস রায় ● বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

মানিকতলা আর সাধন পাণ্ডে। এই দুটো নাম এখনও প্রায় একসঙ্গেই উচ্চারিত হয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। বঙ্গ রাজনীতিতে অজাতশত্রু ছিলেন তৃণমূলের প্রয়াত বিধায়ক এই সাধন পাণ্ডে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার কংগ্রেসি ঘরানার রাজনীতিতে এক পৃথক সত্ত্বা তৈরি করেছিলেন তিনি। বড়তলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ছ'বার এবং মানিকতলা কেন্দ্র থেকে তিনবারের জয়ী বিধায়ক। শেষবার জয়ের ব্যবধান ছিল ২০,২৩৮ ভোট। তাঁর মৃত্যুর পরে মানিকতলা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডে জিতেছিলেন ৬২ হাজারের বেশি ভোটে।সাধন পাণ্ডের সেই রাজনৈতিক উচ্চতা আর স্বচ্ছতাকে হাতিয়ার করেই এবার প্রথমবারের জন্য ভোট ময়দানে কন্যা শ্রেয়া পাণ্ডে। অন্যদিকে শ্রেয়ার বিরুদ্ধে লড়ছেন তৃণমূল ত্যাগী পোড়খাওয়া রাজনীতিক তথা বর্তমান বিজেপি নেতা তাপস রায়। ফলে সব মিলিযে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মানিকতলা কেন্দ্রটি এখন আক্ষরিক অর্থেই এক হাইভোল্টেজ রণক্ষেত্র। লড়াইটা এখানে শুধু দুই দলের নয়, লড়াইটা উত্তরাধিকার রক্ষা বনাম পরিবর্তনের।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দীর্ঘদিন সাধন পাণ্ডে এবং তাপস রায় একসঙ্গে রাজনীতি করেছেন। সে অর্থে দেখতে গেলে তাপস রায় সাধনের অনুগামীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব। শুধু তাই নয়, সাধন এবং তাপসের মধ্যে সম্পর্ক ছিল দাদা-ভাইয়ের মতোই। একসময় সাধনের বাড়িতে অবারিত যাতায়াতও ছিল তাপসের। এই সূত্রেই সাধন কন্যা শ্রেয়াকে বড় হতেও দেখেছেন তিনি। সাধন জায়া সুপ্তি পাণ্ডের সঙ্গেও সুসম্পর্ক ছিল তাপসের। কিন্তু রাজনীতির পথ আলাদা হতেই দূরত্ব বাড়তে থাকে চিরাচরিত নিয়ম মেনে। আর এরই মাঝে রাজনৈতিক ব্যাটনটাও এবার তুলে দিয়েছেন মেয়ের হাতে। সুপ্তি দেবীর কথায়, 'নাম বদলাচ্ছে কিন্তু পাণ্ডে পদবীটা রয়েই গেছে। নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার এটাই সঠিক সময়।' ফলে এলাকার মানুষের কাছে শ্রেয়া শুধুই প্রার্থী নন, তিনি ঘরের মেয়ে। মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে এই 'ঘরের মেয়ে' ইমেজটাই সবচেয়ে বড় ইউএসপি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডের। তবে ভোটের প্রচারে দুই যুযুধান পক্ষ যথেষ্ট সৌজন্য দেখাতে কার্পণ্য করছেন না একে অপরকে। শ্রেয়া তাপসকে সম্বোধন করছেন তাঁর সেই চিরপরিচিত 'কাকু' বলেই। তাপসও ভাইঝির মতোই দেখেন শ্রেয়াকে। সেখানে কোনও ব্যতিক্রম নেই এখনও। তবে রাজনীতির ময়দানে কেউই কারও জন্য জায়গা ছাড়তে রাজি নন। ফলে অভিজ্ঞ রাজনীতিক তাপস রায়ও মানিকতলার অলিতে-গলিতে প্রচার সারছেন 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনির মধ্যে। তাঁর দাবি, 'মানিকতলায় এবার পদ্ম ফুটবেই।'এর পাশাপাশি তৃণমূল ছাড়ার কারণ হিসেবে দুর্নীতি এবং আরজি কর কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে আনতে দেখা যায় তাঁকে। সঙ্গে বর্তমান সরকারকে বিদ্ধ করে জানান, 'মানুষ এই সরকারের ওপর বীতশ্রদ্ধ। পুলিশ প্রশাসন অপরাধীদের আড়াল করছে। ফলে সব মিলিয়ে মানিকতলার মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছে।' একইসঙ্গে নব্য বনাম প্রবীণের লড়াইয়ের তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'নতুন বা পুরনো বড় কথা নয়, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর মোহভঙ্গ হয়েছে কি না, সেটাই আসল।' আর এই কাকা-ভাইঝির বাইরে লড়াইয়ে রয়েছেন আরও দু'জন। সিপিআইয়ের মৌসুমি ঘোষ এবং কংগ্রেসের সুমন রায়চৌধুরী।

মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাস খতিয়ে দেখতে গেলে এটি কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের আওতায় পড়ে। কলকাতা পুরসভার ৮টি ওয়ার্ড মানিকতলা বিধানসভার অন্তর্গত। এই বিধানসভা এপিসি রোড এবং বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এর পূর্বে কাঁকুড়গাছি, পশ্চিমে আমহার্স্ট স্ট্রিট, উত্তরে শ্যামবাজার, বাগবাজার এবং দক্ষিণে রাজাবাজার। কলকাতার প্রতিটি জায়গারই নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে, ঠিক তেমনটি রয়েছে মানিকতলারও। কলকাতার ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে জানা যায়, নবাব আলিবর্দি খাঁয়ের এক দেহরক্ষী ছিলেন। নাম ছিল মানিকচাঁদ বসু। ভীষণ জ্ঞানী ও পণ্ডিত মানুষ ছিলেন নাকি এই মানিকচাঁদ। অনেকে অবশ্য বলেন, তাঁর নাম ছিল মানিকরাম বসু। এই মানিকরাম বা মানিকচাঁদের বেশ নামডাকও ছিল ওই এলাকায়। গরিব মানুষের বিপদে তাঁদের পাশেও দাঁড়াতে দেখা গেছে তাঁকে। বলা হয়, তাঁর নামেই পরবর্তীকালে ওই জায়গার নাম হয় মানিকতলা। এই সব সপ্তদশ শতকের কথা। এরপর উনিশ শতকে গোড়ার দিকে আবার স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের অন্যতম আখড়া ছিল মানিকতলা। যার নাম ছিল 'মানিকতলা গুপ্ত সঙ্ঘ'। ঋষি অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে চলত বিপ্লবী কার্যকলাপ। স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশদের কুনজরে পড়ে এই মানিকতলা।

১৯৫১ সালে এই মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র তৈরি হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৮ বার ভোট হয়েছে, ২০২৪ সালের উপনির্বাচন সহ। একদা বামেদের একাধিপত্য ছিল। ১২ বার জিতেছিল বামেরা। বাম শরিক সিপিআই জিতেছিল ১০ বার ও সিপিআইএম দুবার। ১৯৫২ থেলে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত টানা জয়। এরপর ২০০৬ সালে শেষবার। এর মধ্যে ১৯৯৬ সালে একবার জিতেছিল কংগ্রেস। তারপর থেকে শুরু তৃণমূল কংগ্রেসের দাপট। ৫ বার জিতেছে তৃণমূল। ২০১১ থেকে টানা ৪ বার। প্রথম জয় পায় ২০০১ সালে। তখন তৃণমূল কংগ্রেস নতুন একটি রাজনৈতিক দল। বছর দুয়েক বয়স। সেবার সিটিং এমএলএ পরেশ পাল যোগ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টিতে।

এদিকে ২০১১ সালে তৃণমূলের প্রয়াত বিধায়ক সাধন পাণ্ডে সিপিএম প্রার্থী রূপা বাগচীকে ৩৬ হাজার ৫৫০ ভোটে হারিয়ে দেন। রূপা তখন সিটি এমএলএ ছিলেন। ২০১৬ সালেও জয়ী সাধন পাণ্ডে। ২০২১ সালে ফের রূপা বাগচীকে প্রার্থী করে সিপিএম। কিন্তু ভোট আরও কমে গেল। ২০১১ ও ২০১৬-তে বামেরা যে আসনে দ্বিতীয় স্থানে ছিল, ২০২১ সালে একেবারে তৃতীয়। উঠে এল বিজেপি। ৩৫.৬০ শতাংশ ভোট পেল। ৫০.৮২ শতাংশ ভোট পেয়ে আবার জিতল তৃণমূল। বামেদের কপালে জুটল ১০.১৬ শতাংশ ভোট। ২০২২ সালে সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর পরে আসনটি খালি হয়ে যায়। ২০২৪ সালে উপনির্বাচনে সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডেকে প্রার্থী করল তৃণমূল কংগ্রেস। জিতলেন। ৬২ হাজার ৩১২ ভোটের মার্জিনে। বিজেপি-র প্রার্থী কল্যাণ চৌবে একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে যান।

২০০৯ সাল থেকে হওয়া চারটি লোকসভা ভোটের পরিসংখ্যান বলছে, মানিকতলায় তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে। প্রথমে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে, পরে দ্রুত বাড়তে থাকা বিজেপির বিরুদ্ধে। ২০০৯ সালে তৃণমূল এখানে ১৮,২৭২ ভোটে এগিয়ে ছিল। ২০১৪ সালে লিড বেড়ে হয় ১৮,৭৮৫ ভোট। ২০১৯ সালে ব্যবধান নাটকীয়ভাবে কমে দাঁড়ায় মাত্র ৮৬১ ভোটে (০.৬০ শতাংশ), যখন বিজেপি অল্পের জন্য এগিয়ে যেতে পারেনি। ২০২৪ সালে তৃণমূল আবার ব্যবধান বাড়িয়ে নেয়, ৩,৫৭৫ ভোটে (২.৫০ শতাংশ) এগিয়ে থাকে বিজেপির থেকে। অর্থাৎ ২০০৯ থেকে ২০২৪, টানা আটটি নির্বাচনেই তৃণমূল এগিয়ে মানিকতলায়। তবে বিজেপি যেভাবে ভোটের ব্যবধান কমিয়েছে, তাতে ২০২৬ বিধানসভায় লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা পরিসংখ্যান না দিলেই নয়, তা হল মানিকতলা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি, যেখানে ভোটারের সংখ্যা কমেছে প্রতি বছরেই।২০২১ সালে ভোটার ছিল ২,১১,২১৪, যা ২০২৪-এ কমে হয়েছে ২,১০,৪৬৪। তবে ভোটার কমলেও ভোটদানের হার থাকে ভালই। ২০২৪-এ ভোটদানের হার ছিল ৬৮.৫৩ শতাংশ। তারও আগে ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল ৬২.৯৯ শতাংশ, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। আর ২০১১-তে তা ছিল সর্বোচ্চ, ৭২.৯৭ শতাংশ। এরপর ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে এই ভোটাদানের হার কমে দাঁড়ায় ৬৯.৭০ শতাংশে। এরপর ২০১৯ -এ ভোটদানের এই হার সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় ৭০.৫৯ শতাংশে। তবে মানিকতলা বিধানসভায় এবার 'পাণ্ডে' জমানার ইতি টানতে এবার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। মূলত কাজে লাগাতে চাইছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষ আর কলকাতার অন্যান্য আসনের মতো এখানেও ভোটের মেরুকরণকে। পাশাপাশি তুলে ধরছেন আরজি কর-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে নারী নিরাপত্তা ও দুর্নীতির নানা ইস্যুকে। সঙ্গে রয়েছে কর্মসংস্থানের বেহাল দশা আর রাজ্য জুড়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি। এখানেই শেষ নয়, তৃণমূলের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বিপরীতে বিজেপি কেন্দ্র সরকারের প্রকল্পগুলোর সুবিধা ভোটারদের কাছে তুলেও ধরছেন তাপস। তবে এই মানিকতলা কেন্দ্রে বিজেপির জয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবারই বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় রাজাবাজারের মতো বিরাট মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এক বিরাট কারণ, খুব সত্যি বলতে মুসলিম ভোট বিজেপির দিকে ঝুঁকবে এমন ভাবাটা নিতান্তই অবান্তর। সঙ্গে রয়েছে আর্থিক দিক থেকে বিপুল সংখ্যায় প্রান্তিক শ্রেণির মানুষজন। যাঁদের কাছে শাসকদলের তরফ থেকে দেওয়া 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিসংখ্যান বলছে, এই 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' তৃণমূল সুপ্রিমোর জনপ্রিয়তাকে তুলে নিযে গিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রায়। সঙ্গে এবার আবার যোগ হয়েছে 'যুবসাথী' প্রকল্প। শুধু তাই নয়, উত্তর কলকাতায় যেন কিছুতেই শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পারছে না বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড। ফলে সব মিলিয়ে মানিকতলার মতো হাইভোল্টেজ বিধানসভায় তাপস রায়কে লড়াই শুরু করতে হবে কিছুটা পিছিয়ে থেকেই। তবে এই সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কে যদি কোনও ভাবে থাবা বসাতে পারে বাম বা কংগ্রেস, তাহলে ৪ মে নয়া ইতিহাস রচিত হতেই

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২৪ সালের বিধানসভা উপনির্বাচনের ভোটের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
সুপ্তি পাণ্ডে	তৃণমূল কংগ্রেস	৮৩,১১০	৭১.৬৫ %
কল্যাণ চৌবে	বিজেপি	২০,৭৯৮	১৭.৯৩ %
রাজীব মজুমদার	সিপিএম	৯,৫০২	০৮.১৯ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
মানিকতলা	২,২৫,০০	১,৬৭,০৪৪	১,৬৪,১৪৫

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

সাংসদ কোয়েল মল্লিককে নিয়ে জনসংযোগে মানিকতলা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডে।

প্রচারে মানিকতলা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়।

মহম্মদ সেলিমকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারে বালিগঞ্জের সিপিএম প্রার্থী আফরিন বেগম।

বালিগঞ্জে প্রচারে বিজেপি প্রার্থী ড. শতরূপার সঙ্গে নির্বাচনী এজেন্ট নীতিন প্যাটেল, প্রাক্তন সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী।

প্রচারে দমদম কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী ময়ুখ বিশ্বাস।

বেলেঘাটায় তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষের সমর্থনে পথসভায় কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদের সদস্য ও ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি স্বপন সমাদ্দার।